786/92

৫র্থ বর্ষ ❖ প্রথম সংখ্যা ❖ হাদিয়া ১২টাকা

Vol-1, Isue No 1, April 2009

ত্রৈমাসিক

সুন্নী জগৎ

Pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT

শিক্ষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক
সাহিত্য পত্রিকা

বফয়জে রুহানী

গাওসুল আজম হজরত বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সুলতানুল হিন্দ হজরত খাজা মইনুদ্দিন চিস্তী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আলফে সানী হজরত শাইখ আহমাদ সিরহান্দি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

মুজাদ্দিদে আজম আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু।

সারপরাস্ত

আল্লামা তাওসিফ রেজা খান

বেরলবী–

মাদ্দাজিল্লাহুল আলী

বেরেলী শরীফ, উত্তর প্রদেশ

মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বাজমে হিদায়েত পে লাখোঁ সালাম ॥
মহ্‌রে চরখে নবুয়ত পে রওশন দরুদ
গুলে বাগে রেসালাত পে লাখোঁ সালাম ॥
শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নও বাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম ॥
শবে আসরা কে দুলহা পে দায়াম দরুদ
নওশাহে বাজমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম ॥
আরশ তা ফারশ হ্যায় জিসকে জিরে নাগিঁ
উসকি কাহিরে রিয়াসাত পে লাখোঁ দরুদ
মুঝসে বে-বাস্ কি কুওয়াত পে লাখোঁ সালাম ॥
হম্ গরিবুঁ কে আকা পে বে-হদ দরুদ
হম ফাকিরুঁ কি সরওয়াত পে লাখোঁ সালাম ॥
দূরো নাজদিক্ কে সুন্‌নে ওয়ালে ও্ কান
কানে লায়ালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম ॥
এক মেরা হি রহমাত পে দাওয়া নাহী
শাহ্ কি সারী উম্মত পে লাখোঁ সালাম ॥
কাশ মাহ্‌শর মে যব উনকি আমদ হো আউর
ভেজেঁ সব উনকি শওকত পে লাখোঁ সালাম ॥
মুঝসে খিদমত কে কুদসী কাহিঁ হাঁ রেজা
মুস্তাফা জানে রহমত পে লাখোঁ সালাম ॥

pdf By Syed Mostafa Sakib

ত্রৈমাসিক সুন্নী জগৎ

শিক্ষা ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সাহিত্য পত্রিকা

৫ম বর্ষ ঃঃ ১ম সংখ্যা

রবিউল আখের ১৪৩০ হিজরী, নভেম্বর ২০০৯, কার্তিক ১৪১৬

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি ঃ-

সাইখুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব

সহ-সভাপতি ঃ-

হাফিজ মাওলানা মুস্তাকিম রেজবী ও

মাওঃ হাশিম রেজা নূরী

প্রধান সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী

সহ-সম্পাদক ঃ-

মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী

সম্পাদক ঃ-

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

কোষাধাক্ষ্য ঃ-

মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ঃ-

মুফতী মোঃ তোফাইল হোসাইন, মুফতী তোফাজ্জুল হোসাইন কালিমী, মাওঃ আনসার আলী, ক্বারী আবুল কালাম রেজবী, ডাঃ মাওঃ মোঃ নাসিরুদ্দিন,মাওঃ নিয়াজ আহমাদ, মাওঃ মোঃ শফীকুল ইসলাম রেজবী, হাফেজ গোলাম রসুল, মাওঃ মোঃ হেলালুদ্দিন রেজবী, মাওঃ আঃ মালিক রেজবী, মাওঃ আব্দুল জাব্বার আশরাফী, মাষ্টার আশিকুর রহমান,মাওঃ আঃ সবুর, মাওঃ মেহের আলী। মাওঃ আলমগীর হোসাইন, মাওঃ নুরুল ইসলাম মুফতী নিয়াজ আহমদ

সূচিপত্র

তাফসীরুল কোরআন / ৩

হাদীসে রাসুল / ৬

ফাতাওয়া বিভাগ / ৯

সাহাবিয়ে রাসুল হযঃ আমীরে মোয়াবিয়া / ১১

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ / ১৮

বেমেসল বাশার / ২৪

স্বাধীনতা সংগ্রামী মাঃ মায়ীনুদ্দিন / ২৭

কিয়াম সম্পর্কে দেওবন্দীদের

কিছু প্রশ্নের উত্তর / ৩৩

জানা অজানা / ৩৬

দোওয়া / ৩৭

কবিতাবলী / ৩৯

নাতে রাসুল / ৪১

বিশ্ব ভান্ডারে মুসলীম অবদান / ৪২

খবরা খবর / ৪৬

এক নজরে নবী জীবন / ৪৮

প্রধান কার্য্যালয়

খলিফায়ে হুজুর রায়হানে মিল্লাত

মুফতী মোঃ নইমুদ্দিন রেজবী সাহেব

সাং-দিয়াড় জালিবাগিচা, পোঃ-ভগবানগোলা, জেলা-মুর্শিদাবাদ

মোবাইল নং ৯৪৩৪৮৬১১১৮

(০৩৪৮৩) ২৫৯১৫৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

সম্পাদকীয়-------------------------

আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন
আসস্বালাতু ওয়াস সালামু আলায়কা ইয়া রহমাতাল্লীল আলামীন
ঈদে মিলাদুন্নাবী-----------

পৃথিবীতে মানুষ নিজ নেতার, রাজনীতিবিদগণের, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, রাষ্ট্রীয় কর্ণধার গণের এমনকি আপন জন্ম তারিখ আনুষ্ঠানিক ভাবে পালন করে, জীবন চরিত আলোচনা পর্যালোচনা করে, তাদের জীবন থেকে চলার পথের পাথেয় সঞ্চয় করে, অনুপ্রেরণা লাভ করে।

বিশ্বের সম্পুর্ণ জীবন, সম্পুর্ণ জীবন ব্যবস্থা পরিপূর্ণ নেতৃত্ব নিয়ে আসলেন বিশ্ব নবী, বিশ্ব আদর্শ, বিশ্ব রহমত মহম্মাদুর রাসুলুল্লা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার পৃথিবীর মধ্যস্থল আরবের মক্কা নগরে। তাঁর আগমনে বিশ্ব জাহান ধন্য, তাঁর রহমতে বিশ্ব সম্পৃক্ত, তাঁর আলোয় অন্ধকার জাহেলিয়াত হয় দূরীভূত। মলিন অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী তাঁর জ্যোতিতে তাঁর পরশে হয় আনন্দীত, হাস্যোজ্বল পুলকিত।

সেই মহা নবী বিশ্ব নবী মৈত্রেয় নরাশংস নবীর আগমনের দিন, মক্কা নগরে জন্মের দিন বিশ্ব বাসীর নিকট সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খুশির দিন, মুক্তির দিন, ঈদের দিন ঈদে মিলাদুন্নাবী।

কেননা তাঁর মাধ্যমেই পেয়েছি বিশ্বের সর্ব শ্রেষ্ঠ অবিনশ্বর পবিত্র গ্রন্থ আল কোরআন, পেয়েছি মুক্তির আদর্শ হাদীসের বাণী, পেয়েছি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার ধর্ম ইসলাম, পেয়েছি মুক্তির জীবনাদর্শ নবীপাকের জীবন চরিত। বিশ্ব সভ্যতা, বিশ্ব [illegible]তা, বিশ্ব স্থায়িত্ব, বিশ্ব নেতৃত্ব, বিশ্ব মানবাদর্শ, তাঁর নিকট প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ভাবে ঋণী।

আসুন বে-মেস্‌ল এই মানবের আগমনের পবিত্র দিনকে উৎযাপন করি, তাঁর জীবন চরিত আলোচনা করি, তাঁকে মনে প্রাণে গ্রহণ করি, তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করে আল্লাহ তায়ালার বন্ধুত্ব অর্জন করি। জীবনে মরণে দুনিয়ায় আখেরাতে জীবন ও আত্মার মুক্তির, শান্তির একমাত্র পথ, বিশ্ব নবীকে গ্রহণ ও ধারণ করি।

সেই দয়ার নবীর পবিত্র কদমে জানাই লাখো দরুদ ও সালাম। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

ইয়া নবী সালাম আলায়কা-ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা

ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা স্বালাওয়াতুল্লাহি আলায়কা।

আল্লাহ তায়ালা ফরমান - "এবং আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ব জাহানের রহমত করে প্রেরণ করেছি" (সূরা আম্বিয়া আয়াত ১০৭)

"আপনি বলুন-যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবেসে থাকো তবে আমার আনুগত্য করো, আল্লাহ তোমাদিগকে ভালবাসবেন, ক্ষমা করবেন তোমাদের গুনাহ, আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা-ইমরান, আয়াত ৩১)

"এবং আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতীর জন্য প্রেরণ করেছি।" (সূরা-সাবা, আয়াত ২৮)

pdf By Syed Mostafa Sakib

بسم الله الرحمن الرحيم

তাফসীরুল ক্বোরআন

তরজমা-ই- ক্বোরআন
কানজুল ঈমান
কৃতঃ- আলা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত
মাওলানা শাহ্ মহম্মদ আহমদ রেজা
বেরলবী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

তাফসীর ঃ—
"খাজাইনুল ইরফান"
কৃতঃ-সাদরুল আফাযিল
মাওলানা সৈয়দ মহম্মদ নঈমউদ্দিন
মুরাদাবাদী রাহ্‌মাতুল্লাহি আলায়হি

বঙ্গানুবাদ—আলহাজ মাওলানা মহম্মদ আব্দুল মান্নান
ইংরেজী অনুবাদ—প্রফেসার শাহ ফরিদুল হক

সূরা—ক্বালাম

উনত্রিশ পারা

সুরা—ক্বালাম মক্কী	১ রুকু	১ম হতে ১৩ আয়াত পর্যন্ত

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুনাময়।
Allah is the name of the Most Affectionate, the Merciful.

১। নু-ন। কলম (ক) এবং তাদের লেখার শপথ। (খ)
1. By the pen and by that which they (angels) write.
২। আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহে উন্মাদ নন। (গ)
2. You are not, by the grace of your Lord, mad.
৩। এবং অবশ্যই আপনার জন্য অশেষ পুরস্কার রয়েছে। (ঘ)
3. And certenly, for you there is an endless reward.
২। এবং নিশ্চয় আপনার চরিত্র তো মহা উত্তম। (ঙ)
4. and undoubtedly, you posses excellent manners .
২। সুতরাং অবিলম্বে আপনিও দেখে নেবেন এবং তারাও দেখে নেবে। (চ)
5. Then now you shall soon see and they shall also see.
২। যে তোমাদের মধ্যে কে উন্মাদ ছিলো।
6. As to which of you was cought with madness.
২। নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক ভালোভাবে জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি ভালো ভাবে জানেন তাদেরকে যারা সত্য পথে রয়েছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

7. Undoughtly, your Lord knows well him who goes astray from His palh, and He knows well those who are guided.

২। সুতরাং আপনি মিথ্যাচারীদের কথা শুনবেন না।

8. Therefore hear not the words of the beliers.

২। তারা তো এ কামনায় রয়েছে যে, কোন মতে আপনি নমনীয় হোন (ছ) অতঃপর তারাও নমনীয় হয়ে যাবে।

9. They desire that any how you should be appeased then they too would be appeased.

২। এবং এমন কারো কথা শুনবে না, যে কথায় কথায় শপথ করে (জ) লাঞ্ছিত ;

10. And hcar not any such one who is a big swearer the mean.

১১। খুব নিন্দুক এদিকের কথা ওদিকে লাগিয়ে বিচরণ কারী। (ঝ)

11. Onc who tounts a lot, going around with slander.

১২। সৎ কাজে বাধা প্রদানকারী (ঞ) সীমা লঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, (ট)

12. Forbidder of goods, transgressor, sinful.

১৩। বদ মেজাজ, (ঠ) সব কিছুর উপর সে জারজ।

13. I ll·mannered, and moreover his birth is foulty.

—ঃ সংক্ষিপ্ত তফসীর ঃ—

(ক) আল্লাহ তায়ালা কলমের সপথ উল্লেখ করেছেন। এ "কলম" দ্বারা হয়ত লেখকের "কলম" এর কথা বোঝানো হয়েছে, যার সাথে ধর্মীয় ও পার্থিব মঙ্গল ও উপকারাদী সম্পৃক্ত; অথবা সর্বোচ্চ"কলম" এর কথা বোঝানো হয়েছে, যা একটা নূরী কলম, আর সেটার দৈর্ঘ্য আসমান ও জমীনের মধ্যবর্ত্তী দূরত্বের সমান। সেটা আল্লাহর নির্দেশে "লওহ্-ই-মাহ্ফুজ" (সংরক্ষিত ফলক) এর উপর ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমস্ত বিষয় লিপিবদ্ধ করেছে।

(খ) অর্থাৎ আদম সন্তানদের কার্যাদির সংরক্ষণকারী ফিরিশতাদের লেখনীর শপথ।

(গ) তাঁর অনুগ্রহ ও দয়া সর্বাঙ্গীন অবস্থা ঘিরে রয়েছে। তিনি আপনাকে মহা পুরস্কার ও অনুগ্রহ প্রদান করেছেন। নবূয়ত ও হিকমত (প্রজ্ঞা) দান করেছেন, পরিপূর্ণ কথা শিল্প সমৃদ্ধ বাক শক্তি পূর্ণাঙ্গ বিবেক শক্তি, নির্মল ও পছন্দনীয় চরিত্র দান করেছেন। সৃষ্টির জন্য যে পরিমান পূর্ণতা সম্ভব সবই পূর্ণাঙ্গতম রূপেই দান করেছেন। প্রত্যেক ধরণের দোষ ত্রুটি থেকে এ উচ্চ গুন সম্পন্ন সত্বাকে পবিত্র রেখেছেন। এতে কাফেরদের ঐ উক্তির খন্ডন করা হয়েছে, যা তারা বলেছিল। –(অর্থাৎ ওহে, যার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, নিশ্চয় তিনি উন্মাদ!)

(ঘ) রিসালাতের প্রচার, নবুয়ত প্রকাশ করা, সৃষ্টিকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আহ্বান করা এবং কাফেরদের এসব অসার কথাবার্তা, অপবাদ আরোপ করা ও সামালোচনা করার উপর ধৈর্য্য ধারণ করার জন্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঙ) হযরত উম্মুল মুমিনীন (মুমিনদের মাতা) হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহাকে নবীপাকের চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন তিনি বললেন, "বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের চরিত্র হচ্ছে পবিত্র কোরআন।"

হাদীস শরীফে আছে, "বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা আমাকে উন্নত চরিত্র ও সুন্দর কার্য্যাদিকে পরিপুর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গতার জন্য প্রেরণ করেছেন।

(চ) অর্থাৎ মক্কাবাসীগণও, যখন তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হবে।

(ছ) ধর্মীয় ব্যাপারে, তাদের প্রতি বিবেচনা করে।

(জ) যে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার উপর শপথ করার ক্ষেত্রে দুঃসাহসী, সে ব্যক্তি দ্বারা হয়ত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা অথবা আস্‌ওয়াদ ইবনে য়াগূস অথবা আখনাস ইবনে শুরায়ক্বের কথা বুঝানো হয়েছে। পরবর্তীতে তার দোষ গুলোর বিবরণ দেওয়া হচ্ছে-

(ঝ) যাতে মানুষের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে।

(ঞ) কৃপণ না নিজে ব্যয় করে না অপরকে সৎ কাজে ব্যয় করেতে দেয়। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এর ব্যাখ্যায় একথা বলেছেন যে, সৎ কাজে বাধা প্রদান করার দ্বারা ইসলাম গ্রহণে বাধা প্রদান করার কথাই বোঝানো হয়েছে। কেননা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা আপন সন্তানদের ও আত্মীয় স্বজনদেরকে বলতো, "যদি তোমাদের মধ্যে কেউ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হও তবে আমি তাকে আমার সম্পদ থেকে কিছুই দেবো না।"

(ট) দুরাচার. ব্যভিচারী,

(ঠ) বদ মেজাজ, গা ‌‌গালাজকারী,

(ড) অর্থাৎ জারজ সন্তান। সুতরাং তার দ্বারা অসৎ কর্ম সম্পাদন হওয়া কি আশ্চর্যের বিষয় ? বর্ণিত আছে যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তখন ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা গিয়ে তার মাকে বললো, " মুহাম্মাদ (মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) আমার সম্পর্কে দশটি দোষ উল্লেখ করেছেন। নয়টি তো আমি জানি, যেহেতু সেগুলি আমার মধ্যে বিদ্যমান, কিন্তু দশম দোষটি (মূলে দোষ থাকা) এর প্রকৃত অবস্থা আমার জানা নেই। হয়তো তুমি এই সম্পর্কে আমাকে সত্য বলবে, নতুবা আমি তোমার শিরোচ্ছেদন করে ফেলব।"

এর জবাবে তার মা বললো, তোমার পিতা নপূংসক ছিলো। আমি আশংকা করলাম যে,তার মৃত্যু ঘটবে অতঃপর তার ধন সম্পদগুলো অপর লোকেরা নিয়ে যাবে। তার পর আমি একজন রাখালকে ডেকে আনলাম, তুমি তারই ঔরশ থেকে জন্ম লাভ করেছো।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ-ওয়ালীদ বিন মুনীরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর শানে একটা মিথ্যা কথা বলেছিল (উন্মাদ)। এর জবাবে আল্লাহ তায়ালা তার দশটি বাস্তব দোষ প্রকাশ করে দিলেন। এ থেকে বিশ্বকুল সর্দার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর মাহবুব হিসাবে তাঁর মহা মর্যাদার কথা বোঝা যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাদীসে রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম)

শায়খুল হাদীস আল্লামা আবুল কাসেম সাহেব
(সাইদাপুর আরবী ইউনিভারসিটি)

মিলাদুন্নাবী (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ঃ–

অর্থাৎ নবীপাকের জন্মবৃত্তান্ত পাঠ, জীবন চরিত বর্ণনা, ফযিলত ও গুনাবলী আলোচনা বর্ণনা করাকে মিলাদুন্নাবী বলে।

১। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে, আমাকে আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জামায়াত বা দলে পাঠানো হয়েছে এক জামায়াতের পরে অন্য জামায়াত শেষ পর্যন্ত আমি ঐ জামায়াত হতে প্রকাশিত হয়েছি যার মধ্যে আমি প্রথম হতেই ছিলাম। –(বোখারী, মেশকাত ৫১১ পৃঃ)

অর্থাৎ হযরত আদম আলায়হিস সালাম হতে হযরত আব্দুল্লাহ পর্যন্ত আমার নূর যে দল বা বংশের মধ্যে ছিল তা সর্বদা দুনিয়াতে সমস্ত বংশ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, চরিত্রে, গুনে ও সম্মানে। –(মিরাতুল মানাজিহ, অষ্টম খন্ড ২ পৃষ্ঠা)

২। হযরত ওয়াসিলা ইবনে আশকা বর্ণনা করেন যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি যে আল্লাহ তায়ালা ইসমাইলের বংশ হতে কেনানা কে বেছে নিয়েছেন, কেনানা হতে কোরাইশকে, কোরাইশ হতে হাশেমী গোত্রকে আর আমাকে হাশেমী হতে বেছে নিয়েছেন। –(মোসলেম, মেশকাত ৫১১ পৃষ্ঠা)

৩। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানদের সর্দার হব এবং আমি প্রথম ঐ ব্যক্তি যার কবর প্রথমে খুলবে। আমি সর্ব প্রথম শাফায়াত করব এবং আমার শাফায়াতই কবুল হবে। –(মোসলেম, মেশকাত ৫১১ পৃষ্ঠা)

৪। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে আমাকে সমস্ত নবীগণ অপেক্ষা ছয়টি জিনিষে শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে, আমাকে জামেউল কালাম দেওয়া হয়েছে, ভয় দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে, আমার জন্য গনিমাতের মাল হালাল করা হয়েছে, আমার জন্য সমস্ত জমিন ও মাসজীদ পাক করা হয়েছে এবং আমার পর হতে নবুয়ত সমাপ্ত করা হয়েছে। (মোসলেম,মেশকাত পৃষ্ঠা ৫১২)

(জামেউল কালাম অর্থাৎ অল্প কথা কিন্তু ভাবার্থ বিস্তারিত, ভয় রো'ব অর্থাৎ দুষমনদের এক মাসের রাস্তা আসার পূর্ব হতেই আমার জন্য ভয় সৃষ্টি হত ইহা দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৫। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন আমাকে জামেউল কালাম সহকারে পাঠানো হয়েছে, দুষমনদের আমার প্রতি ভয় দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আমি ঘুমিয়ে ছিলাম দেখলাম জমিনের ধন ভান্ডারের চাবিগুলি নিয়ে এসে আমার হাতে দিয়ে দেওয়া হল।

–(বোখারী, মোসলেম, মেশকাত ৫১২ পৃষ্ঠা)

৬। হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে যখন মানুষেরা জিজ্ঞাসা করল ইয়া রাসুলুল্লাহ আপনার জন্য নবুয়াত কখন নির্দিষ্ট করা হয়েছে তিনি বললেন যখন আদম আলায়হিস সালাম রুহ ও শরীরের মধ্যে ছিলেন। –(তিরমিজি, মেশকাত, ৫১০ পৃষ্ঠা)

৭। হযরত ইরবাদ বিন সারিয়াহ হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে আমি আল্লাহর নিকট শেষ নবী হিসাবে লিখিত ছিলাম যখন আদম নিজ খামিরে অবস্থান করছিলেন আমি তোমাকে আমার প্রথম অবস্থা বর্ণিত করেছি আমি ইব্রাহিম আলায়হিস সালামের দোয়া এবং ঈসা আলায়হিস সালামের সুসংবাদ আমি আমার মার ঐ পরিদর্শন তিনি আমার জন্মের সময় দেখেছিলেন, তিনি দেখেন যে তাঁর সামনে একটি নুর প্রকাশিত হয় যার জ্যোতিতে শাম দেশের অট্টালিকা উজ্জ্বলিত হয়ে যায়। –(আহমদ, মেশকাত ৫১৩ পৃষ্ঠা)

ইহা হতে জানা যায় হুজুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মিলাদ শরীফ পাঠ করা সুন্নতে ইলাহী, সুন্নাতে মালায়েকা এবং সুন্নাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম। কেননা হুজুর নিজের মিলাদ শরীফ মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে সাহাবাগণের সম্মুখে পাঠ করেন, নিজ জন্ম সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করেন ইহাই মিলাদ শরীফ। আর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের অনেক স্থানে নবীপাকের এবং অন্যান্য নবীগণের মিলাদ শরীফ পাঠ করেছেন তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী ও চরিত্রাবলী বর্ণনা করেছেন। –মিরাতুল মানাজিহ অষ্টম খন্ড ২২ পৃষ্ঠা)

৮। হযরত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়্লা আনহু হতে বর্ণিত যে তিনি নবী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নিকট উপস্থিত হলেন, সম্ভবতঃ তিনি কিছু শুনেছিলেন তিনি মিম্বরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে বললেন– আমি কে ?

তখন সকলে বললেন–আপনি আল্লাহ এর রাসুল।

তিনি বললেন–আমি মহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব। আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে থেকে আমাকে তৈরী করলেন তারপর তাদের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে হতে দুই জামায়াত করলেন এবং তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আমাকে তৈরী করলেন তারপর শ্রেষ্ঠদের মধ্যে কয়েকটি গৌত্র করলেন সেই গৌত্রের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আমাকে তৈরী করলেন তারপর সেই গৌত্রকে বহু ঘরে বিভক্ত করলেন এবং আমাকে শ্রেষ্ঠ ঘরে তৈরী করলেন সুতরাং আমি শেষ্ঠ জাতে এবং শ্রেষ্ঠ বংশে।

–(তিরমিজি ২য় খন্ড ২০১ পৃষ্ঠা, মেশকাত ৫১৩ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯। হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কিছু সাহাবী বসেছিলেন তারপর হুজুর আনওয়ার উপস্থিত হলেন একেবারে তাঁদের নিকট যাঁরা কিছু আলোচনা করতে ছিলেন। হুজুর শুনলেন একজন বলছিলেন যে আল্লাহ তায়ালা ইব্রাহিম আলায়হিস সালামকে নিজের দোস্ত করেছেন, অন্য জন বললেন যে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুসা আলায়হিস সালামের সঙ্গে বাক্যালাপ করেছেন, অন্য আর এক জন বললেন যে হযরত ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর কলেমা এবং তাঁর রুহ, আর একজন বললেন যে হযরত আদম আলায়হি সালামকে আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করে নিয়েছেন।

সেই সময় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হয়ে বললেন–আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং আশ্চর্য হওয়ার আলোচনা শুনলাম। নিঃসন্দেহে ইব্রাহিম আলায়হিস সালাম আল্লাহর খলিল এবং তিনি তাহাই এবং মুসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর সঙ্গে গোপনীয় কথাবার্তা বলতেন নিঃসন্দেহে তিনি তাহাই এবং ঈসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর রুহ এবং কলেমা এবং নিঃসন্দেহে তিনি তাহাই এবং আদম আলায়হিস সালামকে আল্লাহ তায়ালা মনোনীত করে নিয়েছেন নিঃসন্দেহে ইহাই। কিন্তু মনে রেখো যে আমি আল্লাহ্ তায়ালার হাবীব ইহা গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন "হামদ" এর ঝাণ্ডা আমিই উত্তোলন করে রাখব যার নীচে হযরত আদম এবং তিনি ছাড়া সকলে থাকবেন ইহা গর্ব নয় এবং আমিই সর্ব প্রথম শাফায়াত করব এবং আমার শাফায়াতই মাকবুল হবে কিয়ামতের দিনে ইহা গর্ব নয় এবং আমিই সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তি যিনি জান্নাতের শিকল নড়াব তারপর আল্লাহ তায়ালা উন্মুক্ত করবেন তারপর আমাকে প্রবেশ করানো হবে আমার সঙ্গে গরীব মুসলমানগণ হবে ইহা গর্ব নয়। আমি পূর্বের ও পরের সকলের অপেক্ষা সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ইহা গর্ব নয়।

–(তিরমিজি ২য় খন্ড ২০২ পৃষ্ঠা, দারামী, মেশকাত ৫১৩ পৃষ্ঠা)

(সাহাবাগণ এবং নবী পাক নিজেই নবীগণের আলোচনা গুনগান সকল সাহাবাগণকে নিয়ে করেছেন এবং নিজের প্রকৃত অবস্থা গুনাবলী বর্ণনা করেছেন ইহাই মিলাদ শরীফ। আননুমাতুল কোবরা আলাল আলাম পৃষ্ঠা ৭ হতে ১১ পৃষ্ঠা হযরত শাহাবুদ্দিন আহমদ বিন হাজার শাফী লিখেছেন যে আশশায়েখ বিন সায়াদ্ বর্ণনা করেছেন যে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মিলাদপাকের জন্য এক দিরহাম খরচ করে সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথী হবে।

হযরত ওমার ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে ব্যক্তি মিলাদুন্নাবীর সম্মান করলো সে ব্যক্তি ইসলামকে জিন্দা করল।

হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে মিলাদুন্নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের জন্য এক দিরহাম খরচ করল সে ব্যক্তি বদর ও হোনাইনের যুদ্ধে শরীক হল।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে ব্যক্তি মিলাদুন্নাবীর সম্মান করল এবং তাঁর বর্ণনার চেষ্টা করল সে দুনিয়া হতে ঈমানের সঙ্গে যাবে এবং বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –(মোকামে নবুয়ত হতে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

—ঃ ফাতাওয়া বিভাগ ঃ—

মুফতী আলীমুদ্দিন রেজবী ও
মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

জনাব মুফতী সাহেব, আমার সালাম নিবেন। আশা করি আল্লাহর রহমতে ভাল আছেন। দয়া করে আমার প্রশ্ন গুলির উত্তর সুন্নী জগৎ পত্রিকায় দিবেন। ইতি–মোঃ ফারুক হোসাইন, কাঁকড়সিং, হেমতদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর।

প্রশ্ন ঃ–(১) কোন নবীর শানে বেয়াদবী বা গোস্তাখী করা কি ?

(২) হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী, ও তাদের ধর্মীয় মেলাতে অংশ গ্রহণ করা শরীয়তে কি জায়েজ ? কোন ব্যক্তি যদি অংশ গ্রহণ করে তবে ফাতাওয়া কি ?

(৩) পৃথিবীতে কি কোন ব্যক্তি বলেছে যে নবী মরে মাটির সাথে মিশে গেছে ?

(৪) কোন মৃত ব্যক্তিকে যদি মাটিতে দাফন করা না হয় তবে তার প্রশ্ন কোথায় করা হয় ?

(৫) মহিলাগণ নখ পালিশ লাগিয়ে অজু গোসল করলে শরীয়তে কি সিদ্ধ হবে ?

উত্তর ঃ–(১) কোন নবীর শানে বেয়াদবী বা গোস্তাখী করা অথবা তাঁদের জন্য কোন ত্রুটির প্রমাণিত করা ইহা কুফর।

(২) হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী বা তাদের ধর্মীয় মেলাতে অংশ গ্রহণ করা বা তাদের ধর্মীয় মেলার শান শৌকত বৃদ্ধি করা কুফর। যেমন রাম লীলা বা জন্মাষ্টমীর কোন মেলাতে শরীক হওয়া বা কোন দ্রব্যাদি ক্রয় করা সবই কুফর। কোন ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করলে তার তাজদিদে ঈমান অর্থাৎ নতুন ভাবে ঈমান আনা জরুরী।

(৩) এমন ঘৃণিত মন্তব্য ভারতবর্ষের দেওবন্দী ওহাবীদের কেন্দ্রীয় লিডার মৌলবী ইসমাইল দেহলবী "তাকবিয়াতুল ইমান" কেতাবে বলেছে।

(৪) মৃত ব্যক্তিকে যদি মাটিতে দাফন করা না হয় তবে সে যেখানে থাকবে সেখানেই তাকে প্রশ্ন করা হবে এবং সেখানেই আযাব বা সওয়াব দেওয়া হবে। কোন হিংস্র জন্তুতে তাকে ভক্ষণ করলে জন্তুর পেটেই তাকে প্রশ্ন করা হবে। (মিরকাত)

(৫) যদি কোন মহিলা নখ পালিশ লাগায় এবং তা নখে লেগে থাকে বা জমে থাকে তাহলে ওজু বা গোসল হবে না।

<u>২য় পত্র ঃ–</u> জনাব মুফতী সাহেব, সালাম মাসনুন। দয়া করে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করবেন। ইতি–মহঃ মাহ জামাল রেজবী, দঃ গৌরীপুর, দঃ চব্বিশ পরগনা।

প্রশ্ন ঃ–(১) অজুর অবশিষ্ঠ পানি ফেলে দেওয়া কি জায়েজ ?

(২) জানাজার নামজের অজুতে কোন ফরজ নামাজ পড়া কি জায়েজ ?

(৩) কোন নারী বিনা কারণে ফরজ, ওয়াজেব নামাজ বসে আদায় করলে তা আদায় হবে কি ?

(৪) দরুদ শরীফের পরিবর্তে দঃ, সাঃ লেখা কি জায়েজ ?

(৫) মাসজিদে কেরসিন তেল জ্বালানো কি জায়েজ ?

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ–(১) অজুর অবশিষ্ঠ পানি ফেলে দেওয়া নিষেধ, অজুর শেষে দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব।
(২) জানাজার নামাজ পড়ার জন্য যে অজু করা হয়েছে সে অজুতে যে কোন ফরজ, ওয়াজেব নামাজ পড়া জায়েজ। তবে যদি জানাজার নামাজের জন্য তায়াম্মুম করে থাকে তবে সে তায়াম্মুম জানাজা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভঙ্গ হয়ে যায়।
(৩) কোন নারী বিনা কারণে ফরজ ওয়াজেব নামাজ বসে আদায় করলে আদায় হবে না। পুরুষদের মত মহিলাদেরও সক্ষম অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা ফরজ। বসে নামাজ আদায় করলে তার কাজা আদায় করতে হবে।
(৪) দরুদ শরীফের পরিবর্তে দঃ সাঃ লেখা নাজায়েজ ও হারাম।
(৫) মাসজিদে কেরসিন তেল জ্বালানো হারাম। তবে যদি কেরসিনের দূর্গন্ধ দুর করে দেওয়া হয় তবে জায়েজ। (ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া)

৩য় পত্র ঃ–মুফতী সাহেব আসসালামো আলায়কুম, দয়া করে আমার প্রশ্ন দুটির উত্তর দিয়ে উপকৃত করবেন।
ইতি–আব্দুর রাকিব কোলান, রানীতলা, মুর্শিদাবাদ
প্রশ্ন (১) আওলিয়া কেরামগণের কবরের উপর চাদর দেওয়া, ফুল দেওয়া, মাজারের নিকট আলোকিত করা কি জায়েজ ?
(২) কোন মাজরের উপর হাত ফেরানো বা চুমা দেওয়া বা তার সামনে মাথা নত করা বা সামনে কপাল রাখা কি জায়েজ ?
উত্তর ঃ–(১) আওলিয়া কেরামগণের সম্মান প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাঁদের মাজার শরীফের উপর চাদর দেওয়া ফুল দেওয়া বা মাজারের নিকট আলোকিত করা শরীয়তে জায়েজ। (আলমগীরি, রাদ্দুল মহতার)
(২) কোন মাজার শরীফের উপর হাত ফেরানো , চুমা দেওয়া, মাথা নত করা বা তার সামনে কপাল রাখা সমস্তই নিষেধ। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী, ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়া)

৪র্থ পত্র ঃ–মুফতী সাহেব প্রথমে আমার সালাম নিবেন। আমার কয়েকটি প্রশ্ন আছে দয়া করে উত্তর দিলে খুব খুশি হব। ইতি–মোঃ এজামূল ইসলাম, দুক্ষিণ গৌরীপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।
প্রশ্ন ঃ–(১) ধর্ম বড় না নবী বড় ?
(২) একজন ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে যদি মারা যায় তবে তার জানাজা পড়া যাবে কিনা ?
(৩) এল, আই, সি, তে টাকা রাখলে তার ইন্টারেষ্ট সুদে গন্য হবে কিনা ?
উত্তর ঃ–(১) নবীপাক সালাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। তাঁর কারনেই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি। তাঁ অসিলাতেই নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কলেমা, কোরআন, ধর্ম সবই পেয়েছি সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই সর্ব প্রথম এবং সর্ব শ্রেষ্ঠ।
(২) কোন ডাকাত ডাকাতি করতে গিয়ে মারা গেলে তার জানাজা পড়া নিষেধ। (কানুনে শরীয়ত ১২৮ পৃষ্ঠা)
(৩) এল,আই,সি তে টাকা রাখলে তার ইন্টারেষ্ট সুদে গন্য হবে না। ইহার ইন্টারেষ্ট এর টাকা হালাল। (ফাতাওয়ায়ে ফায়জুর রাসুল)

৫ম পত্র ঃ–সালাম নিবেন। আমার প্রশ্ন যে পিস টিভি চ্যানেলে ডাঃ জাকির নায়েক টাই পরে ভাষন রাখছেন ইহা কি জায়েজ ? ইতি–মোঃ মেহের আলী, জীবন্ত বাজার বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।
উত্তর ঃ–মুসলমানদের জন্য টাই পরিদান করা কঠিন হারাম। ইহা খ্রিষ্টানদের চিহ্ন এবং খারাপ কর্ম। ডাঃ জাকির নায়েক একজন ওহাবীদের প্রচারক। সে কোন শরীয়তের দলিল নয়।

(ফাতাওয়ায়ে মুস্তাফাবীয়া ২য় খন্ড ২৪০ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাহাবীয়ে রাসুল হযরত আমীরে মোয়াবীয়া

রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু

মাওলানা আবুল কালাম আমজাদী, বি.এ,

মেশকাত শরীফ ১ম খন্ড ১২ পৃষ্ঠায় হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–তোমাদের মধ্যে কেউ মোমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা প্রিয় না হব।

"মহম্মদকি মহব্বত দ্বীনে হক্ক কী শর্তে আওয়াল হ্যায়
উসি মে হো আগর খামী তো সব কুছ না মুকাম্মাল হ্যায়।"

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের মহব্বতের জন্য সমস্ত সাহাবীগণের মহব্বত অবশ্যই জরুরী। এই জন্য যে সমস্ত সাহাবীগণ হুজুর পাকের প্রিয়। প্রিয়ের প্রিয় প্রিয়ই হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি হুজুরপাকের মহব্বতের দাবী করবে কিন্তু তাঁর সাহাবীগণের সাথে মহব্বত করে না সে ব্যক্তি মিথ্যা বাদী।

মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মোগাফফাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে,আমার সাহাবাগণের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় কর আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তাঁদেরকে নিয়ে বিতর্কের বিষয় তৈরী করো না। কেননা যারা তাঁদের মহব্বত করে তারা আমারই মহব্বতের কারণেই তাদেরকে মহব্বত করে। আর যারা তাদের হিংসা করে তারা আমাকে হিংসা করার কারণেই তাদেরকে হিংসা করে। যারা তাদেরকে কষ্ট দেয় তারা আমাকেই কষ্ট দেয় এবং আল্লাহকে কষ্ট দেয় আর যারা আল্লাহকে কষ্ট দেয় অতি নিকটেই আল্লাহ তাদেরকে গ্রেফতার করবেন। (তিরমিজি শরীফ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরাতুল মানাজিহ ৮ম খন্ড ৩৪৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে সাহাবীগণের মধ্যে কাউকে কষ্ট দেওয়া আসলে আল্লাহকেই কষ্ট দেওয়া। ইমাম মালিক বলেছেন যে সাহাবীগণকে খারাপ বলা বা মন্দ বলা কতলের উপযুক্ত। আর এই কর্ম নবীপাকের দুষমনেরই দলিল। (মেরকাত) আর রাসুলের দুষমনী আসলে খোদারই দুষমনী। এই রকম ব্যক্তি মরদূদ এবং দোযখের উপযুক্ত।

মেশকাত শরীফ ৫৫৩ পৃষ্ঠায় হযরত আবু সায়িদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–আমার সাহাবাগণকে কেউ খারাপ বলো না কেননা যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অহুদ পাহাড় সমপরিমান সোনা দান করে তবে তাদের এক মুদ বা অর্ধেক মুদের সম পরিমাণও হবে না। (মুদ=সোয়া সের) (বোখারী, মুসলীম)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত ইবনে ওমর হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন–যখন তোমরা তাদেরকে দেখবে যারা আমার সাহাবাগণকে খারাপ বলে তখন তাদেরকে বলো যে তোমাদের মাথার উপর আল্লাহর লানত। (তিরমিজি শরীফ)

মেশকাত শরীফ ৫৫৪ পৃষ্ঠায় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব হতে বর্ণিত যে আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে আমি আমার রবের নিকট আমার সাহাবীদের দ্বিমত সম্পর্কে আবেদন করলাম যা আমার পরে সংঘটিত হবে। তখন আমার প্রতি ওহি হল যে হে মহম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) তোমার সাহাবাগণ আমার নিকট আকাশের নক্ষত্র সদৃশ্য তাদের মধ্যে একজন অন্যজন অপেক্ষা মর্যদা শালী কিন্তু সকলেই নুর। যারা তাঁদের মত বিরোধে অংশ গ্রহণ করেছে যার মধ্যে তাঁরা আছেন তারা আমার নিকটে হিদায়েতের উপর আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন যে আমার সাহাবাগণ নক্ষত্র তুল্য তোমরা তাদের মধ্যে যাঁর অনুসরণ করবে হেদায়েত পাবে। (রাজিন)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরাতুল মানাজিহ অষ্টম খন্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে এখানে মতবিরোধ ইলম ও আমলের ইজতেহাদের মতবিরোধ উদ্দেশ্য। ইহাতে অদৃশ্যের সংবাদ যে আমার সাহারাগণের মধ্যে মত বিরোধ হবে মনে রাখাউচিৎ যে সাহাবাগণের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ ইজতেহাদী মতবিরোধের কারণে ছিল হিংসা বা দুষমনির কারণে ছিল না।

উক্ত হাদীসে যে মতবিরোধের কথা বর্ণিত হয়েছে তা ফেকাহ এর মাসায়েলের উপর মতবিরোধ। যে ব্যক্তি কোন সাহাবীর ফাতাওয়ার উপর আমল করবে সে মুক্তি পাবে।

আল্লামা ইবনে খুলদুন ভূমিকার মধ্যে বলেছেন–আসলে এ একটি ইজতেহাদী মতবিরোধ। প্রত্যেক দল ইজতেহাদের আলোকে অন্যকে ভূল কর্ম কারী বলে মনে করেছেন। এই জন্যই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেছেন যে সাহাবাগণের মধ্যে যে মতবিরোধ তা ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত ইহা কোন দুনিয়াদারী কর্ম নিয়ে নয়। সহীহ দলীলের ইজতেহাদ করা নিয়ে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। হযরত আলী ও হযরত মোয়াবিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম দুজনেই ছিলেন মুজতাহিদ। আর শরীয়তে মুজতাহিদ গণের ইজতেহাদে যদি কোন ভুল হয়ে যায় তবুও সওয়াব হয়।

হযরত আলী ও হযরত আমীরে মোয়াবিয়ার মতবিরোধের মূল কারণ ঃ–

আমীরুল মোমেনীন হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদত হওয়ার পর মুহাজির ও আনসার গণের সর্ব সম্মতিক্রমে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলিফা হলেন। তাঁর নিকট সাহাবাগণ হযরত ওসমান গনির হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দাবী করেন। কিন্তু তিনি কিছু জটিল সমস্যার কারণে প্রতিশোধ নিতে পারেন নাই। যখন এই সংবাদ শামে আমীরে মোয়াবীয়ার নিকট পৌঁছাল তখন তিনি হযরত আলীর নিকট সংবাদ পাঠালেন যে হযরত ওসমান গনির শাহাদতের প্রতিশোধ নেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং তাড়াতাড়ী তার শাহাদতের প্রতিশোধ নেওয়া হোক। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সে সময়ের পরিস্থিতির কারণে হত্যাকারীদের সাজা দেতে পারেন নাই।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুল্লাহ ইবনে সাবার দলই এই ফেতনা সৃষ্টির মূল ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে ইসলামের শক্তিকে দুর্বল করা। তাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তি শাম দেশে গিয়ে হযরত আমীরে মোয়াবীয়কে বলল যে হযরত আলী বদলা নিতে অবহেলা করছে।

ইহার ফলে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া ধারাবাহিক ভাবে দূত প্রেরণ করে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কঠিন ভাবে দাবী করলেন। কিন্তু ইহার পরেও হযরত আলী হত্যাকারীদের কোন সাজা দিতে পারলেন না। তখন হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার মনে এই ধারণা হলো যে হযরত আলী খেলাফতের উপযুক্ত নন। যখন এই রকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোন সাজা দিতে পারলেন না তখন খেলাফতের অন্যান্য কর্ম কিভাবে সম্পাদন করবেন। হযরত আলী ও হযরত মোয়াবীয়ার মধ্যে মতানৈক্যের মূল কারণ ছিল ইহাই। আর হযরত আয়েষা সিদ্দিকা ও হযরত আলীর মধ্যে এই কারণেই মতবিরোধ হয়েছিল। রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম আজমায়ীন।

–ঃ সাহাবীয়ে রাসুল ঃ–

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলে পাকের সাহাবী ছিলেন। সাহাবী ঐ সৌভাগ্যবান মুসলমানদের বলা হয় যাঁরা ঈমানী অবস্থায় হুজুরে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং তাঁদের ঈমানী অবস্থায় ইন্তেকাল হয়েছে। সাহাবাগণের এত উচ্চ মর্যাদা যে কোন ব্যক্তি তিনি ওলি, গাউস, কুতুব যাই হোন না কেন কোন সাহাবীর মর্যাদার সমতুল্য কখনই হতে পারবেন না। পবিত্র কোরআনে সাহাবাগণের শানে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে।

১১ পারা সূরা তৌবা আয়াত ১০০ "আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাত যার নিম্ন দেশে নদী সমূহ প্রবাহিত। তারা সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে। এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।"

ইহা ছাড়াও ২৭ পারা ১৭ রুকু, ২৮ পারা ৪ রুকু, ১১ পারা ৬ রুকু, ১৮ পারা ৯ রুকুর মধ্যে সাহাবাগণের ফযিলত সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

কোরআন মাজীদে সাহাবাগণের মর্যাদার ও সাফল্যের যত আয়াত আলোচিত হয়েছে তা প্রত্যেক সাহাবীর জন্যই প্রমানিত। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া একজন সাহাবী, সুতরাং তাঁর জন্যও ফজিলত ও মর্যাদা প্রমানিত। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সাহাবী নয় পৃথিবীতে কেউ প্রমাণকরতে পারবে না।

–ঃ হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার ফজিলত ঃ–

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবী ও আত্মীয় ছাড়াও আরও অনেক ফজিলত প্রমানিত আছে এবং তাঁ ফজিলতের উপর বহু হাদীসও বর্ণিত হয়েছে যেমন–হযরত উরবাদ্ব ইবনে সারিয়াহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–হে আল্লাহ তুমি মোয়াবীয়াকে কিতাব (কোরআন শরীফ) এবং হিসাবের জ্ঞান দান করো এবং তাঁকে আযাব থেকে বাঁচাও।

(আন্‌নাহীয়া ১৪ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত আব্দুর রহমান বিন আমীরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমীরে মোয়াবীয়ার জন্য বললেন–হে আল্লাহ মোয়াবীয়াকে হেদায়েতপ্রাপ্ত ও হেদায়েতকারী তৈরী করো এবং তার দ্বারা মানুষকে হেদায়েত দাও। (মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ৫৭৯, তিরমিজি শরীফে উক্ত হাদীসকে হাসানা বলা হয়েছে পৃষ্ঠা ৫৭৯)

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া একজন অহি লেখক ছিলেন এবং নবীপাকের তরফ হতে যে সকল পত্র বাদশাহ বা অন্যান্যদের প্রেরণ করা হত তার লেখকও তিনি ছিলেন। মুসলীম শরীফে বর্ণিত যে তিনি নবীপাকের সম্মুখেই লিখতেন। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আমীন ছিলেন। ইমাম মুফতী হারামাইন আহমদ ইবনে মহম্মদ মুলবিরী "খোলাসাতুর সার" এ বলেছেন যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর তের জন লেখক ছিলেন তার মধ্যে হযরত জায়েদ এবং হযরত আমীরে মোয়াবীয়া অন্যতম ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে মহম্মদ কুসতালানী "শারহে বোখারী" তে বলেছেন যে মোয়াবীয়া ইবনে আবু সুফিয়ান হুজুরের অহি লেখক ছিলেন। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া মুজতাহিদ সাহাবীদের মধ্যে একজন মুজতাহিদ ছিলেন। আর পৃথিবীতে মুজতাহিদ সাহাবীগণকে উচ্চ মর্যাদাশীল মনে করা হয়।

সমস্ত উলামা এবং মুহাদ্দেসীন ও সাহাবাগণ আমীরে মুয়াবীয়ার প্রশংসা ও গুনাবলী বর্ণনা করেছেন এবং সমস্ত মুহাদ্দেসীন তাঁর নামের পরে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পড়েছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর প্রশাংসা করেছেন এবং তাঁকে দামেস্কের হাকিম নিযুক্ত করেছেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার প্রশাংসা করেন। তিবরানী সহীহ রওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিফফিনের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেন যে আমাদের ও মোয়াবীয়ার মধ্যে যুদ্ধে সকলেই জান্নাতী। আমীরে মোয়াবীয়ার বর্ণনাকৃত সমস্ত হাদীস মুহাদ্দেসীনগণ গ্রহণ করেছেন এবং বড় বড় সাহাবাগণ তার নিকট হতে রওয়ায়েত গ্রহণ করেছেন। তিনি যদি ফাসেক হতেন তবে তাঁর রওয়ায়েত জয়ীফ হত এবং তা গ্রহণ যোগ্য হত না। তাঁর দ্বারা ১৬৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে চার বোখারী, মুসলীম উভয়েই বর্ণনা করেছেন। আর চারটি কেবলমাত্র বোখারী এবং পাঁচটি মুসলীম বর্ণনা করেছেন। অবশিষ্ঠ হাদীস আহম্মদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, বায়হাকী, তিরমিজি, তিবরানী, মালিক ও অন্যান্য মুহাদ্দীসগণ বর্ণনা করেছেন।

মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী বলেছেন আমীরে মোয়াবীয়া সমস্ত মোমেনদের মামু। তাঁর অন্তরে আল্লাহর ভয়, হুজুর পাকের সম্মান মর্যাদা, মহব্বত এবং আহলে বায়াতের পূর্ণাঙ্গ মহব্বত ছিল। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে অসিয়ত করেছিলেন যে গোসলের পর আমার কাফনের মধ্যে চোখের উপর নবীপাকের পবিত্র নখ রেখে দিবে যা তিনি আগে তাঁর নিকট গচ্ছিত রেখেছিলেন এবং হুজুরের কামিজ মোবারক দ্বারা আমার কাফন দিবে, হুজুরের চাদর দিয়ে আমাকে জড়াবে, হুজুরের তহবান দিয়ে আমাকে বেঁধে দিবে এবং আমার নাক, কান প্রভৃতির উপর হুজুরের পবিত্র চুল রেখে দিবে। তারপর আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে সোপরুদ করবে। হুজুরের এই সকল জিনিস তিনি পূর্ব হতেই সযত্নে রেখে ছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমীরে মোয়াবীয়ার দ্বারা বহু কারামত ও প্রকাশিত হয়েছে। ইহার পরেও এত গুন সম্পন্ন সাহাবীর যদি কেউ বিরুদ্ধে মন্তব্য করে তার বিরুদ্ধে অশালীন শব্দ ব্যবহার করে তবে সে অবশ্যই নবী প্রেমিক নয়। সে জ্ঞানান্ধ। নফসে আম্মারার তাবেদার।

হযরত আমীরে মোয়াবীয়া শাসনকর্তা কেমন করে হলেন ঃ–

হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাম ও সিরিয়া জয় লাভ করার পর আমীরে মোয়াবীয়ার ভাই ইয়াজিদ ইবনে আবু সুফিয়ানকে সেখানকার শাযন কর্তা নিযুক্ত করেন। আমীরে মোয়াবীয়াও তার ভাইএর সাথে সেখানে গিয়েছিলেন। ইয়াজীদ ইবনে আবু সুফিয়ান তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে আমীরে মোয়াবিয়াকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। হযরত ওমর ফারুকের সময়কালে ইহা সংঘটিত হয় এবং তিনি ইহা সমর্থন করেন।আমীরে মোয়াবীয়া হযরত ওমরের শাসন কালে পূর্ণ দামাস্কাসের শাসনকর্তা ছিলেন। হযরত ওসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজ শাসনকালে তাঁকে সমগ্র সিরিয়ার শাসন কর্তা নিযুক্ত করেন। এই ভাবে হযরত ওমর ও ওসমানের খেলাফতের সময় তিনি বিশ বৎসর শাসন করেন। তারপর বিশ বৎসর খলিফা হিসাবে রাজত্ব করেন।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ২১শে রমজান ৪০ হিজরী ইন্তেকাল করেন। তাঁর শাহাদতের পর হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খেলাফতের মাসনাদে অধিষ্ঠিত হন। ইমাম হাসান ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। তারপর যখন হযরত আমীরে মোয়াবীয়া তাঁর নিকট কুফা আসলেন তখন নিম্ন লিখিত তিন শর্তের উপর ইমাম হাসান আমীরে মোয়াবীয়াকে খেলাফত অর্পন করলেন। ১। এই শর্তের উপর আমীরে মোয়াবীয়াকে খেলাফত অর্পন করা হচ্ছে যে,আমীরে মোয়াবীয়ার ইন্তেকালের পর হযরত ইমাম হাসান খলিফা হবেন

২। মদিনা শরীফ এবং হেযায ও ইরাক প্রভৃতি এলাকার লোকেদের নিকট হতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সময়কাল সম্পর্কে কোন প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না এবং কোন দাবীও করা যাবে না।

৩। ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট ঋণ যে আছে তা পরিশোধ করতে হবে।

উল্লিখিত শর্তের ভিত্তিতে তাঁদের মধ্যে সন্ধি হয় যা গায়েবের সংবাদ দাতা নবীর ভবিষ্যতবাণী বাস্তবায়ীত হয়। নবীপাক বলেছিলেন আমার এই সন্তান মুসলমানদের বিবাদামান দুই গোষ্ঠির মধ্যে সন্ধি করবে। এই সন্ধি রবিউল আওয়াল ৪১ হিজরীতে সম্পাদিত হয়েছিল। কিন্তু হযরত হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ৪৫ বৎসর ৬মাস কয়েকদিন বয়সে ৫ই রবিউল আউয়াল ৪৯ হিজরীতে মদিনা শরীফে শহীদ হন এবং জান্নাতুল বাকী কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। আমীরে মোয়াবীয়া ইমাম হাসানের ইন্তেকালের পরেও প্রায় ১১ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সুতরাং আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কোন শর্ত ভঙ্গ করেন নাই কেননা ইমাম হাসান তাঁর পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন বরং আমীরে মোয়াবীয়া ইমাম হাসানকে এত সম্মান করতেন যে হাকিম হিশাম ইবনে মহম্মদের রওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন যে আমীরে মোয়াবীয়া প্রতি বৎসর এক লক্ষ টাকা ইমাম হাসানকে ওজিফা প্রদান করতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একবার আমীরে মোয়াবীয়ার নিকট হতে ওজিফা না আসার জন্য তিনি পত্র লিখবেন মনে করলেন কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইমাম হাসানকে স্বপ্নে পত্র লিখতে নিষেধ করলেন, বললেন আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হও এবং একটি দোয়া পাঠ করার জন্য বললেন। হযরত ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দোয়া পাঠ করতে আরম্ভ করেছেন। এক সপ্তাহের মধ্যেই আমীরে মোয়াবীয়া ১৫ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। দুই লক্ষ ওজিফা আর ১৩ লক্ষ টাকা নজরানা। আরও বর্ণিত হয়েছে মুল্লা আলী ক্বারী মেশকাত শরীফের শারাহ মেরকাতে লিখেছেন যে আমীরে মোয়াবীয়া একবার ৪ লাখ টাকা নজরানা পাঠিয়ে ছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণও করেছিলেন। (নাহিয়া ২৭ পৃষ্ঠা)

হযরত আমীরে মোয়াবীয়ার অন্তিম ওসিয়ত ঃ–

আল্লামা আবু ইসহাক "নুরুল আইন ফি মাশহাদিল হোসাইন" নামক কেতাবে লিখেছেন, হযরত আমীরে মোয়াবীয়া ইন্তেকালের পূর্বে ইয়াজিদ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল–আব্বাজান আপনার পরে খলিফা কে হবে ? তিনি বললেন যে খলিফা তো তুমি হবে কিন্তু যা কিছু আমি তোমাকে বলছি তা গুরুত্ব সহককারে শ্রবণ করো।

কোন কর্ম ইমাম হোসাইন এর পরামর্শ ব্যাতিত করিও না, তাঁকে না খাইয়ে নিজে খাইয়ো না, তাকে পান না করিয়ে পান করিও না, সর্ব প্রথম তাঁর জন্য খরচ করো তার পরে নিজের জন্য খরচ করো, প্রথমে তাঁকে কাপড় পরাইয়ো তার পরে নিজে পরিধান করো। আমি তোমাকে হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর পরিবার পরিজন এবং সমস্ত বাণী হাশিম গোত্রের সঙ্গে সৎব্যবহার করার জন্য ওসিয়ত করছি। হে আমার পুত্র খেলাফতে আমার কোন হক নাই আসলে ইমাম হোসাইনই হচ্ছেন আসল হকদার। তাঁর পিতা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং আহলে বায়াতেরই হক। তুমি কিছু দিন খলিফা থাকার পর যখন ইমাম হোসাইন কামালিয়াত প্রাপ্ত হবেন তখন পুনরায় তিনি খলিফা হবেন। অথবা তিনি যাকে চাইবেন খলিফা নিযুক্ত করবেন। যেন খেলাফত নিজ স্থানে ফিরে যায়। আমরা ইমাম হোসাইন এবং তাঁর নানা জানের গোলাম। তাঁকে অসন্তুষ্ট করিও না। নাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল তোমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তোমার শাফায়াত কে করবে ?

ইন্তেকাল ঃ–আল্লামা খতীব তাবরিজী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, হযরত আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ৬০ হিজরীর রজব মাসে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। ইন্তে কালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বৎসর।

সাহাবী সম্পর্কে মন্তব্য ঃ–হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "ফিকহে আকবর" কিতাবে বলেন যে, আমরা আহলে সুন্নাত সমস্ত সাহাবাগণের মহব্বত করি এবং তাঁদেরকে উত্তম রূপে স্মরণ করি।

শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী হুজুর গওসে পাক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "গুনিয়াতুত ত্বালেবীন" কেতাবে ১৭৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে, সমস্ত আহলে সুন্নাত ও জামায়াত এই বিষয়ের উপর একমত যে সাহাবাগণের যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে মন্তব্য করা হতে বিরত থাকা দরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

এবং তাঁদের সম্পর্কে অশালীন শব্দ ব্যবহার না করা উচিৎ। দাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুনাবলী প্রকাশ করা দরকার। তাঁদের কার্য্যাবলীকে আল্লাহর নিকট সোপর্দ্দ করা দরকার। যেমন হযরত আলী ও হযরত আয়েষা, মোয়াবীয়া, তালহা, জোবায়েররাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল।

❀ হাকিমূল উম্মত মুফাসসেরুল কোরআন মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁ "আমীরে মোয়াবীয়া পর এক নজর" কেতাবের ১০৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–একবার হুজুর গওসে আযম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হল আমীরে মোয়াবীয়া সম্পর্কে। তিনি উত্তরে বললেন–আমীর মোয়াবীয়া তো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন। তিনি হুজুরের শালা, হুজুরের ওহি লেখক এবং উচ্চ মর্যদা সম্পন্ন একজন সাহাবী।

❀ ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সারহান্দী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু "মাকতুবাদ শরীফ" প্রথম খন্ড ৪৫ নং পত্রে ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন–যে মতবিরোধ ও যুদ্ধ সাহাবাগণের মধ্যে হয়েছিল তা নফসানী খাহেসের জন্য ছিল না। কেননা সাহাবাগণের নফস হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সোহবতের বরকতে পবিত্রতা অর্জন করেছিল। তাঁদের নফস কষ্ট দেওয়া থেকে মুক্ত।

এই পত্রে তিনি আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করার পর বলেন হযরত আলী এবং আমীরে মোয়াবীয়া এবংঅন্যাণ্য সাহাবাগণের মধ্যে যে মতবিরোধ হয় যে কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা খাতায়ে ইজতেহাদী আর মুজাহিদগণের খাতাতেও (ক্রটিতে) সওয়াব পাওয়া যায়। এই যুদ্ধে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবাগন অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

❀ মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি রহমাতুল্লাহি আলায়হি মাসনবী শরীফের মধ্যে আমীরে মোয়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কে সমস্ত মুসলমানদের মামু বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর কারামত ও বর্ণনা করেছেন।

❀ ক্বাদরীয়া তরিকার বিখ্যাত পীর চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত আহমদ রেজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ১১ তম খন্ডের ৮৬ পৃষ্ঠায় আল্লামা সাহাবুদ্দিনের নাসিমুর রিয়াদ শারাহ্ শেফা ইমাম কাজী আয়য়্যাজর সাহাবুদ্দিন খাফাজীর উদ্ধৃতি বর্ননা করেছেন যে, হযরত আমীরে মোয়াবীয়াকে যে বিদ্রুপ বা ভৎসনা করবে সে জাহান্নামের কুকুরের মধ্যে একটি কুকুর।

আবেদন ঃ–সমস্ত উলামায়ে আহলে সুন্নাত এবংআউলিয়ায়ে উম্মতগণের সর্ব সম্মত আকিদা যে হযরত আমীরে মোয়াবীয়া এবং সমস্ত সাহাবাগণের অন্তর থেকে সম্মান ও ইজ্জত করা। তাঁদের কে সমস্ত উম্মত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করা। ইহাই স্বেরাতে মুসতাকিম। আওলিয়াগণের রাস্তাই সোজা সরল রাস্তা। অতএব সাহাবাগণের যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য না করা উচিৎ। তাঁদের কার্য্যাবলীকে আল্লাহর উপর সোপর্দ করা দরকার। হযরত আমীরে মোয়াবীয়া বা অন্য কোন সাহাবীর সঙ্গে হিংসা বিদ্বেষ না রাখা আবশ্যক। সকলের সাথে মহব্বত রাখা তাঁদের উত্তম ভাবে স্মরণ করা প্রকৃত আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের আকিদা ও খোদা প্রাপ্তির পথ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ

মুফতী মোঃ নাইমুদ্দিন রেজবী (খলিফায়ে রাইহানে মিল্লাত)

-ঃ পূর্ব প্রকাশিতের পর ঃ-

মাকতুব ও বেসায়া

আলা হযরত আজিমুল বরকত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আহমদ রেজা খান সাহেব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বেসাল শরীফের দুই ঘণ্টা সতের মিনিট পূর্বে তাঁর লেখনী বন্ধ করেছেন। সর্ব শেষে সালাম ও দরুদ শরীফের পর নিজ সহি স্বাক্ষর সহ সহস্তে লিপিবদ্ধ করেন।

১। কোন ছবি দেওয়ালে না থাকে, নাপাক কিম্বা হায়েজওয়ালী কোন মহিলা না আসে এবং কোন কুকুরও বাড়িতে না আসে।

২। সূরা ইয়াসিন ও সূরা রায়াদ উচ্চ শব্দে পড়বে, কলেমা ত্বইয়েবা সিনাতে দম আসা পর্যন্ত সব সময় পড়বে, কেউ উচ্চস্বরে কোন কথা বলবে না, ক্রন্দনরত কোন বাচ্চা আনিবে না।

৩। রুহ কবজের পর সঙ্গে সঙ্গে নরম হাত দ্বারা বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতে রাসুলিল্লাহি বলে চক্ষু বন্ধ করিবে। রুহ কবজের সময় খুব ঠান্ডা পানি সম্ভব হলে বরফের পানি পান করাইবে। হাত পা উক্ত দোয়া পড়ে সোজা করিবে। কেউ কাঁদবে না। রুহ কবজের সময় আমার জন্য এবং নিজের জন্য দোয়া খায়ের করবে। কোন খারাপ কথা মুখ থেকে বের করবে না কেননা ফেরেস্তাগণ আমিন বলেন জানাজা উঠার সময় কোন শব্দ যেন না হয়।

৪। গোসল এবং অন্যান্য কর্ম যেন সুন্নাত মোতাবেক হয়। হামিদ রেজা খান ঐ সমস্ত দোয়া পড়বে যা ফাতাওয়ায়ে রাজাবিয়ার ৪র্থ খন্ড এবং বাহারে শরীয়তের ৪র্থ খন্ডে লিপিবদ্ধ আছে। হামিদ রেজা আমার জানাযা পড়াবে অথবা মৌলবী আমজাদ আলী (বাহারে শরীয়তের লেখক)

৫। বিনা কারণে জানাযা দেরী করবে না। জানাযার পূর্বে যদি না পড় তবে পরে পড়বে "তুমপে কোড়ুরো দরুদ.....বদরুদ্দোজা তুম পে করোরো দরুদ
ত্বয়য়েবা কে শামসুদ দোহা তুমপে করোরো দরুদ....."

৬। খবরদার আমার প্রশংসা সূচক কোন কবিতা পড়বে না বা কবরেও পড়বে না।

৭। কবরে খুব আস্তে আস্তে নামাবে, ডান দিকে কাত করে শুয়াবে, পিছনে নরম মাটির পোস্তারা লাগাবে।

৮। যতক্ষণ পর্যন্ত কবর প্রস্তুতে সময় লাগবে "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহুম্মা সাব্বিত উবাইদাস হাজা বিল কাওলি সাবিতি বিজাহি নাবিয়েকা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলায়হি ওয়া সাল্লাম পড়তে থাকবে। কোন প্রকার আনাজ দানা কবরের নিকট নিয়ে যাবে না, বাড়িতেই বণ্টন করবে। সেখানে দিলে খুব গন্ডগোল হয় এবং কবরের বেহুরমতি হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

৯। কবর দেওয়ার কাজ সমাপ্ত করার পর মাথার দিকে "আলিফ লাম মিম থেকে মুফলেহুন পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে "আমানার রাসুলু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বে। তারপর হামিদ রেজা সাত বার উচ্চস্বরে আজান দিবে। তারপর সকলে ফিরে আসবে। যে ব্যক্তি তালকিন দেবে আমার সামনে দাঁড়িয়ে তিনবার তালকিন দেবে পিছনে হটে হটে।

তারপর দোস্ত আহবাব চলে যাবে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত আমার সামনে দরুদ শরীফ পাঠ করবে যাতে আমি শুনতে পাই। তারপর আমাকে আরহামুর রাহেমীন এর দরবারে সোপরুদ করে দিয়ে চলে যাবে। যদি কষ্ট না হয় তবে পূর্ণ তিন রাত্রি দিন পূর্ণ পাহারার সঙ্গে আমার কোন দোস্ত আমার সামনে কোরআন শরীফ ও দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকবে আল্লাহ পাকের দয়ায় নতুন জায়গায় মন লেগে যাবে।

(তাঁর বেশালের পর গোসল দেওয়া পর্যন্ত মাঝারী আওয়াজে কোরআন শরীফ পাঠ করা হয়েছিল তারপর তিন দিন তিন রাত্রি মোয়াজেহা শরীফে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করা হয়েছিল)

১০। কাফনের উপর কোন দোশালা দামী সামিয়ানা যেন না দেওয়া হয় এবং সুন্নাতের বিরোধী কোন কাজ যেন না করা হয়।

১১। ফাতেহার খানায় ধনী ব্যক্তিদের কিছু দিবে না কেবলমাত্র গরীবগণকে দিবে এবং ইজ্জতের সহিত দিবে সুন্নাতের খেলাপ যেন কিছু না হয়।

১২। যদি সম্ভব হয় তবে দোস্ত আহবাবদের কে সপ্তাহে দুই তিন বার ফাতেহার জিনিস থেকে কিছু পাঠিয়ে দিবে। দুধের বরফ বাড়ীতে তৈরী যদি ও বা মহিষের দুধ দিয়ে হয়, মোরগের বিরানী, পোলাও, ছাগলের সামী কাবাব, পরটা, বালায়ী, ফিরনী, ওড়হরের ঘন ডাল আদা রসান দিয়ে তৈরী, গোস্ত ভরতী কচুরী, আপেলের পানি, আনারের পানি, সোডার বোতল, দুধের বরফ যদিও বা প্রতিদিন এক জিনিসই হয় তৈরী করবে। ইহা বাধ্যতামূলক নয় যা সহজ বুঝবে তৈরী করবে।

(ছোট মওলানা বলেছিল দুধের বরফ লিখেছি তিনি বললেন আবার লিখ ইনশাল্লাহ আমার খোদা আমাকে সর্ব প্রথম বরফই দান করবেন। এই রকমই হয়েছিল এক ব্যক্তি অজান্তে দাফনের সময় বাড়ির তৈরী দুধের বরফ নিয়ে এসেছিল।)

১৩। নান্নেহ মিঞা সাল্লামাহু সমন্ধে যে ধারনা হামিদ রোজ খানের আছে আমি তাহকিক করছি তা ভূল এবং সেই আহকাম বে-আসল ইহা শরীয়তের মসলা নয়, তার ভূল ধারনার জন্য তাকে মান্য ও মহব্বত করা ওয়াজেব এবং তার উপর মহব্বত ও মেহেরবানী অবশ্য কর্তব্য। যে খেলাফ করবে আমার রুহ নারাজ হবে।

১৪। রেজা হুসাইন, হাসনাইন এবং তোমরা সকলে ভালবাসা এবং একতার সঙ্গে থাকবে এবং শরীয়তের ইত্তেবা করবে।

আমার দ্বীন ও আমার মাজহাব যা আমার পুস্তক সমূহ থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর মাজবুতের সঙ্গে কায়েম থাকবে। প্রত্যেক ফরজের থেকে আহাম ফরজ। আল্লাহ তাওফীক দিন ওয়াস সাল্লাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরী রোজ জুময়া মোবারকা ১২-২১ মিনিটে এই সাময়িক বেসায়ার কলম বন্ধ করা হল। দস্তখত নিজ কলমে.....সজ্ঞানে। ওয়াল্লাহু শাহিদুন ওয়ালাহুল হামদু ওয়া সাল্লাল্লাহু তায়ালা ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লামা আলা শাফিয়েল মুজনাবীন ওয়ালে হাত তায়েবীন ওয়া সাহাবিহিল মুকাররামীন ওয়াবনিহি ওয়া হিজবিহি ইলা আবদি আবেদীন আমীন ওয়াল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।

বেসাল মোবারক

অসিয়ত নামা লেখার পর নিজের উপর উহা আমল করলেন। বেসালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি সমস্ত কর্ম ঘড়ি দেখে সময়মত ইরশাদ করতে ছিলেন। যখন দুটো বাজতে মাত্র চার মিনিট বাকী তখন সময় জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন ঘড়ি সামনে রাখ এবং তারপরেই ইরশাদ করলেন ঘর হতে সমস্ত ছবি সরিয়ে দাও এমনকি টাকা পয়সা বা চিঠি পত্রে যে গুলোতে ছবি আছে সেগুলোকেও সরিয়ে দিতে বললেন। তারপর কিছুক্ষন পরেই মহম্মদ হামিদ রেজাকে অজু করে কোরআন শরীফ নিয়ে আসার নির্দেশ দিলেন। তাঁর আসতে একটু দেরী হওয়ায় মাওলানা মুস্তাফা রেজা খান সাহেবকে বললেন বসে কি করছো সূরা ইয়াসিন ও সূরা রায়াদ তেলাওয়াত করো। আমার বয়সের মাত্র কয়েক মিনিট বাকী আছে। হুকুম অনুসারে দুই সূরা তেলাওয়াত হতে লাগল তিনি সজ্ঞানে তা শ্রবণ করতে লাগলেন। সেই সময় সাইয়েদ মাহমুদ আলী একজন মুসলীম ডাক্তার জিজ্ঞাসা করায় তিনি কোন উত্তর দিলেন না। কেননা তখন তিনি হাকিমে মুতলাকের দরবারে মুতাওয়াজ্জাহ ছিলেন সফরের দোয়া যা যাওয়ার সময় পড়া মাসনুন তিনি পড়লেন, কলেমা ত্বয়েবা পূর্ণ পড়লেন। তারপর শক্তি সমাপ্ত হতে লাগল সিনায় দম আসতে লাগল ঠোঁট হিলা জিকরে পাশ আনফাস খতম হতে চলল চেহরা মোবারকের উপর একটি নূরের ঝলক চমকাল তারপর পবিত্র জানে নূর শরীর হতে বের হয়ে গেল। ইন্নালিল্লাহি অ-ইন্না ইলায়হি রাজেউন। ইহা ছিল ১৪৩০ হিজরী ২৫শে সফর ২-৩৮ মিনিট জুময়া নামাজের সময়।

গোসল

গোসল শরীফের সময় উলামায়ে এজাম, সাদাতে কেরাম এবং হুফ্ফাজগন উপস্থিত ছিলেন। জনাব সাইয়েদ আজহার আলী কবর শরীফ খনন করেছিলেন। জনাব মাওলানা আমজাদ আলী অসিয়ত মোতাবেক গোসল দিয়েছিলেন। জনাব হাফেজ আমীর হাসান সাহেব মুরাদাবাদী সাহায্য করতেছিলেন। তাছাড়া মাওলানা সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ সাহেব, সাইয়েদ মাহমুদ জান সাহেব, সাইয়েদ মুমতাজ আলী সাহেব এবং সম্ম,ানীত চাচা মাওলানা মহম্মদ রাজা খান সাহেব পানি দেওয়া এবং গোসলে সহযোগিতা করতেছিলেন। তাছাড়াও হাকিম হুসনাইন রাজা খান, জনাব লিয়াকত আলী খান এবং মুন্সি ফেদাইয়ার খান সাহেব সহযোগিতায় ছিলেন। মাওলানা মুস্তাফা রেজা খান সকলকে অসিয়ত মোতাবেক দোয়া পড়ার কথা

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্মরণ করাইতে ছিলেন। মাওলানা হাসিম রেজা খান সাজদার জায়গায় কর্পূর লাগালেন। জনাব মাওলানা সাইয়েদ মহম্মদ নাইমুদ্দিন সাহেব কাফন পরালেন।

গোসলের সময় এক হাজী সাহেব আলা হযরতের মোলাকাতে এসে বেসালের খবর শ্রবণ করে জমজমের পানি এবং মদিনার আতর ও সুরমা এবং অন্যান্য তাবারুকাত নিয়ে আসলেন। জমজমের পানি দ্বারা কর্পূর ভিজানো হয়েছিল। তাজদারে মদিনার প্রেমে পাগল বিদায়ের সময় মদিনার খসবু দিয়ে তাঁকে খোসবুদার করা হল।

গোসল দেওয়ার পর মেয়েদেরকে জিয়ারত করার সুযোগ দেওয়া হয়। মানুষের এত জমায়েত হয়েছিল যা অগননীয়। তাদের মধ্যে এত জোসের সুষ্টি হয়েছিল যা কখনই দেখা যায় নাই। সকলেই তাঁর খাটিয়ায় কাঁধ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি করতেছিল। সেই দিন সুন্নী মুসলমানতো অগণিত ছিলই তাহা ছাড়া রাফেজী, ওহাবী, অন্যান্য মতাবলম্বীগণও উপস্থিত হয়ে জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। এত লোকের সমাগম হয়েছিল যে তিল ধারণের স্থান ছিল না।

শহরে কোথাও জানাযা পড়া সম্ভব হয় নাই শেষ পর্যন্ত ঈদগাহ ময়দানে জানাযার নামাজ পড়া হয়। জানাযার খাটিয়া নিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তাতে রাস্তার আশে পাশে ছাদের উপর কোন স্থান বাকী ছিল না সমস্ত স্থানে কেবল আলা হযরতের অন্তিম যাত্রা দেখার জন্য মানুষের ভীড় ছিল। এক রাফেজী আপ্রাণ চেষ্টা করে তাঁর খাটিয়ায় কাঁধ দেওয়ার জন্য আ প্রান চেষ্টা করছিল তখন একজন সুন্নী মুসলমান বললেন, তুমিতো সারা জীবন বিরোধীতা করেছো আজ এত নিকটে আসছ কেন ? সে বলল–এমন মানুষ কোথায় পাব, একবার আমাকে সুযোগ দাও, তাঁর সম্মান করি।

অসিয়ত মোতাবেক কড়োরো দরুদ নজম পাঠ হতেছিল।

ইমাম আফরোজ বেসায়ার উপর এক ইজমালী নজর

প্রশ্ন ও উত্তর----------

প্রশ্ন ঃ–বেসায়া শরীফে আছে যে রাজা হুসাইন ও হাসনাইন এবং তোমরা ও একতার সহিত থাকিও এবং হাত্তাল ইমকান ইত্তেবায়ে শরীয়ত ছাড়িও না এবং আমার দ্বীন ও মাজহাব যা আমার লিখিত পুস্তক থেকে প্রকাশ পেয়েছে তার উপর মাজবুতের সহিত কায়েম থাকা সব ফরজের থেকে কঠিন ফরজ। এখন প্রশ্ন হল মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব মেরা দ্বীন ও মাজহাব বলে প্রকাশ করেছেন। তিনি নতুন ধর্ম কায়েম করেছেন আর ইত্তেবায়ে শরীফতের জন্য বলেছেন। নিজের দ্বীন ও মাজহাবকে এত বড় করেছেন যে তার উপর মাজবুতের সঙ্গে কায়েম থাকাকে প্রত্যেক ফরজের উপর কঠিন ফরজ বলেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উত্তর ঃ–এই প্রশ্নটি দেওবন্দী ওহাবীদের মুর্খতার পরিচয় ইহা জাহেলিয়াত ও হিংসা ছাড়া কিছুই নয়। ইস্তেলাদী মানে আহকামের আমলকে বলে, শরীয়ত ও আকিদা কে দ্বীনের সঙ্গে তাবীর করা হয়। সর্ব সাধারণ ব্যক্তিগণ জানেন শরীয়তের আহকাম শক্তি মোতাবেক হয়। কোরআন শরীফে আল্লাহ তায়ালা বলেন–"লা ইউকাল্লেফুল্লাহ নাফসান ইল্লা উসয়াহা"। কিন্তু জরুরিয়াতে দ্বীনের উপর ঈমান রাখা সব সময় জরুরী। এখানে হাত্তাল ইমকান অর্থাৎ যতদুর সম্ভব বলা হয়েছে শর্ত দেওয়া হয় নাই। "ইল্লামান উকরিহা ও কালবাহ মুতমায়েন্নুম বিল ঈমান" এই উত্তর হতে প্রমান হল ইত্তেবায়ে শরীয়তের সঙ্গে হাত্তাল ইমকানের কয়েদ নাস্ে কোরআন মোতাবেক।

কোরআন হাদীসের হেদায়েত মোতাবেক দ্বীন ও ঈমানের উপর কায়েম থাকা প্রত্যেক ফরজ থেকে কঠিন ফরজ। বদ মাজহাবের ধারনা যে আমার দ্বীন ও মাজহাব থেকে প্রকাশ হচ্ছে তিনি কোন নতুন দ্বীন কায়েম করেছেন ইহা কেবলমাত্র হিংসুকদের জিদ ও নাফসানী খেয়াল।

পৃথিবীর সকলেই জানেন আলা হযরত একজন মুসলমান। আর কোন মুসলমান যদি বলে আমার দ্বীন ও মাজহাব প্রত্যেকেই বুঝবে যে নিজ ধর্ম ইসলামকেই নিজের দ্বীন ও মাজহাব বলে প্রকাশ করেছেন। নিজের দ্বীন ও মাজহাব বলাকে নতুন দ্বীনের দিকে খেয়াল ইহা দেওবন্দীদের ঘৃণিত ধারণা। দেওবন্দী উলামাগণ ও নিজ পুস্তকে এই রকম মন্তব্য করেছে। কিন্তু আলা হযরত চিন্তা করেই বলেছেন আমার দ্বীন ও মাজহাব যা আমার কেতাব থেকে প্রকাশিত হয়েছে তার উপর কায়েম থাকার জন্য। ইমামে আহলে সুন্নাতের কিতাব থেকে দ্বীনি ইসলামই প্রকাশ পেয়েছে এবং ইসলামী দ্বীন ও মাজহাবের উপর কায়েম থাকার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–"আল ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দ্বীনুকুম" অর্থাৎ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূর্ণ করে দিলাম। ইহা হতে বোঝা যায় যে তোমাদের সৃষ্টি করা ধর্ম ?

কবরে নাকিরাইন প্রশ্ন করবে–"মা দিনুকা"। মোমিন বান্দা উত্তর দিবে "দ্বীনি ইসলাম" অর্থাৎ আমার ধর্ম ইসলাম। ইহা হতে কি বোঝা যায় যে আমার তৈরী করা ধর্ম ইসলাম ?

হযরত ইমাম আবু ইউসফ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন "সুম্মা ইয়েঁতেকাদি মাজহাবান নুমান" অর্থাৎ কিয়ামতের জন্য মাজহাবে আবু হানিফার উপর আমার আকিদা। ইমাম হানিফা কি কোন নতুন মাজহাব বা ধর্ম তৈরী করেছেন যার উপর তার ছাত্র আবু ইউসফ কায়েম থাকার কথা স্বীকার করেছেন।

সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান অবগত যে আলা হযরত সদা সর্বদা ঐ দ্বীন ও মাজহাবের প্রচার ও প্রসার করেছেন যা কোরআন ও হাদীসে প্রমানিত। চৌদ্দশত বৎসর হতে সাহাবাগণ, তাবেয়ীন, তাবে-তাবেয়ীন, আইয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন গণের যে নির্ভর যোগ্য দ্বীন ইসলামের মাজহাব ছিল সেই মাজহাবের উপর কয়েম থাকার জন্য তিনি তাগিদ দিয়েছেন এবং তাকে প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা আহাম ফরজ বলে উল্লেখ করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দেওবন্দীগণ কেবল অপরের ত্রুটি অন্বষণে ব্যস্ত থাকে নিজেরই খবর রাখে না। তাদের মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী "তাজকেরাতুর রশিদ" ২য় খন্ড ১৭ পৃষ্ঠায় বলেছে–হক ওহি হ্যায় যো রশীদ আহমদ কি জবান সে নেকালতা হ্যায়। আমি কিছু নই কিন্তু এই যুগের হেদায়াত ও নাজাত।

চিন্তা করুন রশীদ আহমদের মুখ হতে যেটা বের করা হয় সেটা হক বা সত্য। সুতরাং কোরআন, হাদীস, সাহাবাগণ, আইয়েম্মাগণ উলামাদের কথা মুখ হতে বের হলে হক বা সত্য নয়। কত বড় কঠিন কথা ? দেওবন্দীগণ নিজেদের ভুল দেখে না কেবল অপরের ত্রুটি বের করার জন্য সাধনা করে, ইহাই তাদের আমল।

দ্বিতীয় ঃ–দেওবন্দী শায়খুল হিন্দ মাহমুদুল হাসান সাহেব সেই গাঙ্গুহীর শানে আরজ করেছে–

হেদায়াত জিসনে ঢুন্ডি দুসরী জাগাহ হুয়া গুমরাহ
ও মিজাবে হিদায়াদ থে কাঁহে কিয়া নাম্মে কুরআনী।

তৃতীয় ঃ–দেওবন্দী হাকিমূল উম্মত ও জামেউল মুজাদ্দেদীন সমন্ধে মৌলবী আশেক ইলাহী মিরাঠী দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলেছে–ওয়াল্লাহিল আজিম মাওলানা থানুবীর পা ধুয়ে পান করা আখেরাতের নাজাত। (তাজকিরুতুর রশীদ ১ম খন্ড ১১৩ পৃষ্ঠা)

চতুর্থ ঃ–১৩৯০ হিজরী ১৯শে রমজান শায়েখ জাকারিয়া সাহারানপুরী মালফুজাতে তাকিউদ্দিন নাদবী মুজাহারী লিখেছে সেই মাজলিসে মৌলবী মানজুর নোমানী এবং মৌলবী আবুল হাসান নাদবী শরীফ বলেছে হযরত থানুবী ও হযরত মাদানীকে সুর্য্য ও চন্দ্র মনে করি। এই দুই জনকে মানলে ইত্তেবা করলে উপকার পাবে। আমাদের আকাবীর হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত নানুতুবী যে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করেছেন তাকে মাজবুতির সঙ্গে আঁকড়ে ধর। এখন রশিদ ও কাসেম জন্ম হতে থাকবে বাস তারই ইত্তেবাতে লেগে যাও। (সহবতে আওলিয়া পৃষ্ঠা ১২৬, ছাপাখানা লখনউ)

পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করুন দেওবন্দীরা প্রকাশ্য ভাবে উল্লেখ করেছে হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত নানুতুবী যে দ্বীন কায়েম করেছে তাকে মাজবুতের সহিত আকড়ে ধর। ইহা তাদের নিজের লেখা ইহাতে দোষ নাই। ইহা কেমন দুষমনী ও হিংসামী যে আলা হযরতের ত্রুটি অন্বেষণে ব্যস্ত ?

আকাবীরে দেওবন্দের কেবল পেটের চিন্তা, থানুবী সাহেবকে মৃত্যুকালে নিজ বেগমের পেটের চিন্তায় নিজ মুরীদগণকে অসিয়ত করেছে–আমার মরার পর আমার সঙ্গে সমন্ধ রাখবে আর আমি অসিয়ত করছি ২০জন লোক প্রত্যেকে প্রত্যেক মাসে এক টাকা করে আমার বিবিকে দিবে। এই জিম্মাদারী কবুল করো তাহলে আমার বিবির কোন কষ্ট হবে না।

(তাম্বীহাত অসিয়ত পৃষ্ঠা ২০) দেওবন্দীগণ নিজ পেটের চিন্তাতেই ব্যস্ত।

তাছাড়াও মাওলানা কাসেম নানুতুবি শেষ সময়ে কাঁকড় খাওয়ার খাহেশ প্রকাশ করে। তাকে লখনউ হতে কাঁকড় এনে দেওয়া হয়। হযরত টাঙ্কুবী মরনের সময় সরদা কাবার খাহেশ করে। দিল্লি, সাহারানপুর, মিরাট কোথাও সারদা পাওয়া না যাওয়ায় মাওলানা হামিদ মিঞাকে লাহোর হতে সারদা পাঠাতে হয়। তারা সারা জীবন কাক, কাপুরী পূজার প্রসাদ কেয়ে এসেছে তারা আলা হযরতের অসিয়তের খাবারের ফিরিস্তি দেখে ইহাগরীবদের দিবে তাদের দিবে না এই চিন্তায় মুখে লালা ঝরেছে তাই আলা হযরতের নামে দোষ ত্রুটি আরোপ করেছে। আর কতদিন মানুষকে ধোঁকা দিয়ে চলবে ?

চলবে আগামী সংখ্যায়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বে-মেসাল বাশার

মোঃ বাদরুল ইসলাম মুজাদ্দেদী

হায়াতুন নাবী ঃ-

(গত সংখ্যায় পবিত্র কোরআনের আলোকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিন্দা, জীবিত আলোচিত হয়েছে। এই সংখ্যায় পবিত্র হাদীসের আলোকে ইহা প্রমানিত হবে।)

১। মেশকাত শরীফ ১২১ পৃষ্ঠা ঃ- হযরত আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-জুময়ার দিন আমার উপর অধিক পরিমানে দরুদ পড়ো কেননা ইহা উপস্থিত হওয়া দিন ফেরেস্তাগণ এই দিনে উপস্থিত হন এবং এই রকম কেউ নাই যে দরুদ পড়ে আর তার দরুদ আমার নিকট পৌঁছানো হয় না। যতক্ষন না সে অবসর গ্রহণ করে। হযরত আবু দারদা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম-আপনার ইন্তেকাল করার পরেও ? তিনি বললেন-আল্লাহ তায়ালা মাটির উপর নবীগণের শরীরকে খাওয়া হারাম করে দিয়েছেন সুতরাং আল্লাহর নবী জিন্দা তাদের রুজি (আহার) দেওয়া হয়।

(ইবনে মাজা ১১৯ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস আবু দাউদ শরীফে আউস বিন্ আউস হতে বর্ণিত হয়েছে ১৫০ পৃষ্ঠায়। নাসায়ী শরীফ ১ম খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠায় ইহা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া ইমাম দারেমী বাবুস স্বালাতে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল নিজ মাসনাদে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী দাওয়াতে কাবীরে, ইমাম খোজাইমা এবং ইমাম হাব্বান নিজ সহীহর মধ্যে ইহা বর্ণনা করেছেন।ইমাম হাকিম মুসতাদরিক এর মধ্যে ইহা বর্ণনা করার পর বলেছেন যে এই হাদীস বোখারীর শর্ত অনুসারে সহীহ। ইমাম জাহবী, ইমাম নুবী ইহাকে সহীহ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

(শরাহ হায়াতুল আম্বিয়া ২৩ পৃষ্ঠা)

বিখ্যাত আল্লামা মহম্মদ আব্বাস উক্ত হাদীস আরও বিভিন্ন পুস্তক হতে বর্ণনা করেছেন যেমন- ১) আবু নায়ীম দালায়েলুন নবুয়াত এর মধ্যে ২) ইমাম বায়হাকী শা'বুল ঈমান, সুনানে কোবরা এবং সুনানে সাগির এর মধ্যে। ৩) ইবনে আসাকির তারিখে দামেস্কের মধ্যে ৪) হাকিম তিরমিজি নাওয়াদিরুল ওসুল এর মধ্যে ৫) ইমাম কাজী ইসমাইল নিজ কেতাবের মধ্যে ৬) ইমাম নাসায়ী সুনানে কোবরার মধ্যে ৭) তিবরানী মোজেমা কাবির এর মধ্যে। সুতরাং উক্ত হাদীস এই কথার উপর প্রকাশ্য ও অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমানিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এবং সমস্ত নবীগণ জীবিত বা জিন্দা।

হযরত শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন যে খোদার পয়গম্বর দুনিয়াবী হাকিকী জীবনের সঙ্গে জিন্দা।

(আশয়াতুল লোমাত ১ম খন্ড ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে আম্বিয়াগণের দুনিয়াবী এবং ইন্তেকালের পরের জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই এই জন্য বলা হয় আওলিয়াগণ মরেন না বরং এক স্থান হতে অন্য স্থানে গমন করেন। (মেরকাত ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২১২, হাসিয়া মেশকাত উক্ত হাদীস)

২) হযরত আউস বিন আউস হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে আল্লাহ তায়ালা নবীগণের শরীরকে খাওয়া মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

(মেশকাত ১২০ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ ১৫০ পৃষ্ঠা)

মুল্লা আলী কারী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন যে নবীগণ নিজ নিজ কবরে জীবিত আছেন। (মেরকাত ২য় খন্ড ২০৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলবী বলেন যে নবীগণ জীবিত তাদের জীবিত থাকা সকলেই মান্য করেন, ইহাতে কারো মতোবিরোধ নাই। তাঁদের জীবিত থাকা দুনিয়ার হাকিকী জীবনের মত। শহীদগণের মত আত্মিক ও মানবী নয়। (আশয়াতুল লুমাত ১ম খন্ড ৫৭৪ পৃষ্ঠা)

৩) হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন নবীগণ নিজ নিজ কবরে জিন্দা আছেন নামাজ পড়তেছেন। (আল জামিউস সাগির, সিউতি, মাসনাদ আলফেরদাউস) ইমাম বায়হাকী এবং হাফিজ বিন হাজার আসকালানী এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন। (ফাতাহুল বারী) আল্লামা আলী কারী মেরকাত ৩য় খন্ড ২৪১ পৃঃ ইহাকে সহীহ বলেছেন।

৪) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে-যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট এসে দরুদ পড়ে আমি তা সরাসরী শ্রবণ করি, আর যে ব্যক্তি দূরে থেকে দরুদ পাঠ করে তা আমার নিকট পৌঁছানো হবে। (মেশকাত ৮৭ পৃষ্ঠা, বায়হাকী ফি শা'বিল ইমাম)

৫) হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেন যে যখন কেহ আমার উপর সালাম পাঠ করবে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমার রুহ আমার প্রতি ফিরিয়ে দিবেন যাতে আমি তার সালামের জবাব দিতে পারি। (মেশকাত ৮৬ পৃষ্ঠা, আবু দাউদ, মাসনাদে ইমাম আহমদ) উক্ত হাদীসের ব্যখ্যায় মেশকাত শরীফ উক্ত পৃষ্ঠায় ৬ নং হাসিয়াতে আলোচনা করেছেন যে নবীগণ কবরে জিন্দা থাকেন তবে উর্দ্ধজগতের দৃষ্টিতে মাশগুল থাকেন আল্লাহ তাঁদের তাওয়াজ্জা হ ফিরিয়ে দেন এবং তাঁরা সালামের জবাব দিয়ে থাকেন। "মিরাতুল মানাজীহ" ২য় খন্ড ১০১ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে যে এখানে রুহ হতে উদ্দেশ্যে তাওয়াজুহ, ইহা ঐ জান নয় যাতে জীবন কায়েম থাকে। হুজুর সর্বদা জীবিতই আছেন। এই হাদীসের উদ্দেশ্য এই নয় যে আমি জীবন হীন ছিলাম কেউ দরুদ শরীফ পাঠ করলে জীবিত হয়ে জবাব দিয়ে থাকি। যদি তাই হয় তবে প্রতি মুহুর্তে লাখ লাখ দরুদ শরীফ পাঠ করা হচ্ছে তবে মুহুর্তে লাখ লাখবার জান কবজ করা হবে এবং আবার জীবন দান করা হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু ইহা অসম্ভব কেননা প্রতি মুহূর্তে লাখ লাখ সালাম পাঠ কারীর উপর দৃষ্টি রাখা এবং তার জবাব প্রদান করা অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন জীবন এবং দৃষ্টি শক্তি সম্পুর্ণ মহামানবের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং নবীপাক জীবিত অবস্থায় সকলের প্রতি দৃষ্টি রেখে দরুদ ও সালাম শ্রবণ করছেন এবং তাদের জবাবও প্রদান করছেন। বার বার মৃত্যু হওয়া আবার জিন্দা হওয়া ইহা কোরআন ও হাদীসের খেলাপ। কেননা কোরআন পাকে কেবলমাত্র দুবার মৃত্যু হওয়া এবং দুবার জীবিত হওয়ার কথা লিখিত আছে, অর্থাৎ হুজুর পাক একবার এক মুহূর্তের জন্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করার পর চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্ত হয়েছেন।

৬) হযরত সায়িদ বিন আব্দুল আজিজ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেছেন যে হাররা লড়াইয়ের সময় নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মাসজিদে তিন দিন আজান ও ইকামত হয় নাই। সায়িদ ইবনে মোসাইয়েব মাসজিদ হতে বের হন নাই। নামাজের সময় ও জানতে পারতেন না কিন্তু প্রতি নামাজের সময় নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর কবর মোবারক হতে একটা আওয়াজ শুনতে পেতেন। (মেশকাত শরীফ ৫৪৫ পৃষ্ঠা, দারেমী)

৭) হযরত সায়িদ বিন মোসাইয়েব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন যে হাররা যুদ্ধের সময় নাবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মাসজিদে আমি ব্যতিত কোন ব্যক্তি ছিল না। এই সময় কোন ব্যক্তি মাসজিদে আসত না কিন্তু আমি কবর মোবারক হতে আজানের ধ্বনী শুনতে পেতাম।

(দালায়েলুস নবুয়াত, আবু নায়িম পৃষ্ঠা ৪৯৬, মাদারেজুন নবুয়াত ২য় খন্ড ৪৫০ পৃষ্ঠা)

জিন্দা নাবী মদিনার মুসলমানদের দূর্দিনে যখন মাসজিদে নামাজ পড়ার আজান দেবার কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না সে সময় প্রতি ওয়াক্তে কবর মোবারক হতে আজান দিতেন। উক্ত হাদীস পাক হতে ইহাই প্রমানিত।

ইবনে জাওজী উক্ত হাদীস সনদ সহ বর্ণনা করেছেন এবং মাসজিদে নববীতে হযরত সায়িদ বিন মোসাইয়েব ছাড়া কোন ব্যক্তি ছিল না তিনি মাজার মোবারক হতে আজানশুনতে পেতেন এবং নামাজ পড়তেন। (ওফাউল ওফা ১ম খন্ড ৯৪ পৃষ্ঠা)

এই যুদ্ধ মদিনার বাইরে হাররা নামক ময়দানে ৬৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল।

৮) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হযরত আবু হোরায়রাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন–যে আমার প্রতি সালাম নিবেদন করে আমি তার জবাব দিই এজন্য যে আল্লাহ তায়ালা আমার রুহ কে ফিরিয়ে দিয়েছেন। (মাসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ২য় খন্ড ২২৭ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস অগণিত ইমামগণ বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। ইমাম বায়হাকী মাশা'বুল ইমান, সুনানে কুবরা এবং সুনানে সোগরাতে, তিবরানী মোজেমে আওসাতে প্রভৃতি পুস্তকে ইহা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নুবী বলেছেন এই হাদীস আবু দাউদ সহীহ সনদ অনুসারে বর্ননা করেছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই হাদীস হতে রুহ শরীর হতে বের হওয়া আবার বার বার ফিরে আসা কখনই নয় বরং তিনি খোদার দিদারে উর্দ্ধ জগতের দর্শনে মাসগুল থাকেন তখন তাঁর তাওয়াজ্জাহ্ সালামের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় যাতে তাঁর জবাব প্রদান করেন। যেমন দুনিয়ার জীবনে অহি অবতীর্ণের সময় বা বিশেষ মুহূর্ত যেমন তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হতো। অর্থাৎ হুজুর পাকের বেসালের পর তাঁর পবিত্র রুহ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে সালাম কারীর সালামের জওয়াব প্রদান করতেছেন।

৯) বোখারী শরীফ "কিতাবুজ জানায়েয" পৃষ্ঠা ১৬৬ "হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে হাদীস বর্ণিত যে হযরত আবু বাকার সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের খবর শ্রবণে মা আয়েষার হুজুরাতে উপস্থিত হয়ে হুজুরের চেহেরার উপর হতে চাদর সরিয়ে তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলে চুমা দিয়ে নিবেদন করেন–হে আল্লাহর নাবী আমার মা বাপ আপনার উপর কোরবান, নিঃসন্দেহে আপনার উপর দুবার মাউত একত্রিত হবে না"। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী "উমদাতুল কারী" ১৬ খন্ড ১৮৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসের ব্যখ্যা করেছেন যে দুইবার মৃত্যু একবার দুনিয়াতে মৃত্যু আর একবার কবরে মৃত্যু বোঝায়। দুইবার মৃত্যু বিখ্যাত ও প্রমাণিত। এই দুইবার মৃত্যু প্রত্যেকের জীবনে হবে একমাত্র নবীগণ ব্যাতিত। কেননা কবরে নবীগণের মৃত্যু আসবে না তাঁরা সব সময়ই জীবিত থাকবেন।

ইমাম জালালউদ্দিন মাহমুদ ইবনে জুমলা বর্ণনা করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা আমাদের নাবীকে প্রথম মৃত্যুর স্বাধ গ্রহণ করার পর পূর্ণ জীবন দিয়ে জীবিত করেছেন। এই জীবন এখন পর্যন্ত তথা কিয়ামত পর্যন্ত বিস্তারিত থাকবে। এ জীবিত অবস্থা কেবল আমাদের নাবীর জন্য নিদৃষ্ট নয় বরং সমস্ত নাবীগণের জন্যই স্থায়িত্ব। এই দাবীর উপর অসংখ্য প্রমান বিদ্যমান পবিত্র কোরআন ও হাদীস পাকে।

উপরোক্ত হাদীস যা হযরত আয়েষা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বর্ণনা করেছেন উহাতে দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয় "মান কানা মিনকুম ইয়াবুদু মুহাম্মাদান ফইন্না মুহাম্মাদান কাদ মাতা..." অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম) ইবাদত করত সে জানিও তিনি ইন্তেকাল করেছেন।

আমার পীরে মুরশিদ হযরত মাওলানা খলিলুর রহমান মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি "বাংলা মাকামাতে খায়ের" নামক গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা করেছেন–"সরওয়ারে দো-আলম পর্দার অন্তরালে গমন করার কালে হযরত আবু বকর বলেন–তোমাদের মধ্যে যাহারা মোহাম্মাদের ইবাদত করিতে তাহারা জানিও যে মোহাম্মাদ নিশ্চয় ইন্তেকাল করিয়াছেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহর ইবাদত করিতে তাহারা জানিও যে আল্লাহ চিরঞ্জিব, তিনি অমর"। আল্লাহ বলিয়াছেন "মোহাম্মাদ রাসুল ব্যতিত আর কিছু নহেন, কত রাসুল অতীত হইয়া গিয়াছে তাঁহার পূর্বে, যদি তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা ফিরিয়া পলায়ন করিবে ? যদি তোমরা ফিরিয়া পলায়ন কর তাহাতে আল্লাহর কোন ক্ষতি হইবে না।"তাঁহার এই আয়াত শরীফ পাঠে সাহাবাগণের জ্ঞান চক্ষুর উন্মীলন হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই ব্যাপারে আমাদের মন্তব্য এই যে হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালে যখন সাহাবাগণ বলিয়াছিলেন, তিনি মরেন নাই" হযরত ওমর বলিয়াছিলেন, "যে কেহ বলিবে তিনি মরিয়াছেন তরবারী দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করা হইবে"। সাহাবাদের ইহাই জ্ঞান ছিল যে তিনি মরেন নাই, তাঁহার মরা অসম্ভব। হযরত ওমরেরও সেই জ্ঞান ছিল। তাহা ছাড়া ইন্তেকালের পূর্বে রাসুলুল্লাহ কে তিনি যে রকম দর্শন করতেন এখনও সেই রকমই দর্শন করিতেছেন, তাঁহার দর্শনে কোন প্রকার পার্থক্যভেদ ঘটে নাই। অর্থাৎ নবী কারীমের ব্যবহার ও কার্য্যে কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিতে দর্শন করেন নাই। তাঁহাদের মনেই ছিলনা যে শরীয়ত মরনশীল, হাকিকাত অমর, যাঁহার শরীয়ত আছে শরীয়তের ক্ষেত্রে তিনি মরিবেন। রাসুলুল্লাহর যখন শরীয়ত ছিল তখন তাহার শরীয়ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। তাঁহার হাকিকাত অমর। একমাত্র আল্লাহর কোন শারীয়ত বা প্রকাশ্য অবস্থা নাই। সেই জন্যই তিনি চির অমর মৃত্যু তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাহাবাগণ এই কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন তজ্জন্যই হযরত আবু বাকারের উপরোক্ত বাণীর প্রয়োগ এবং তাঁহার বাণীকে রক্ষা করিতে ঢাল স্বরূপ ছিল উপরোক্ত আয়াতে কারীমা। তাঁহার এই যোগ্যতাই তাঁহাকে খেলাফতের আসনে সমাসীন রাখিয়াছিল। তিনি শরীয়তের ও হাকিকাতের সর্বাবস্তায় সচেতন ছিলেন।

শরীয়তে মহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, হাকিকাতে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ, যাঁহাদিগকে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর প্রেমে বিভোর বলিয়া হযরত আবু বাকার রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জানিতেন তাহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা মোহাম্মাদের ইবাদত করিতে তাহারা জানিও যে মোহাম্মাদ নিশ্চয় ইন্তেকাল করিয়াছেন।" মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ইন্তেকাল করিয়াছের এ ক' বলেন নাই।

সাধারণ ভাবে সাধারণ মানুষ মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ কে রাসুলুল্লাহ মনে করে। তাহাদের ধারণা যে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর উপর যখন অহি নাজেল হয়, তখন তিনি রাসুলুল্লাহ হন। তাহারা বোঝে না যে যিনি রাসুলুল্লাহ তিনি পূর্ব হতেই রাসুলুল্লাহ, মাতৃগর্ভে যখন মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ তখনও তিনি রাসুলুল্লাহ। যখন হযরত ঈসা, হযরত মুসা, হযরত ইব্রাহিম ইত্যাদি নবীগণের পৃথিবীতে আবির্ভাব তখনও তিনি রাসুলুল্লাহ হযরত আদম আলায়হিস সালামের যখন সৃষ্টি হয় নাই তখনও তিনি রাসুলুল্লাহ। ইহা হইতেছে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর হাকিকাত। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহর জন্ম। তাঁহার মধ্যে ৬১০ খৃষ্টাব্দে মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহর শরীয়তে প্রকাশ । সাধারণ জন রাসুলুল্লাহকে ঠিকমত বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

এই রূপ সাধারণ লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ পাক বলিয়াছেন–"মোহাম্মাদ রাসুল ব্যতিত আর কিছুই নহেন, কত রসুল অতীত হইয়া গিয়াছে তাঁহার পূর্বেই.....ইত্যাদি।

উক্ত আয়াতে কারীমা ওহুদ যুদ্ধে যখন নাবী করিম শরীয়তী দৃষ্টিতে আহত ও মুর্চ্ছিত হইয়া পড়েন এবং রাসুলুল্লাহ নিহত হইয়াছেন বলিয়া কোরায়েশগণের প্রচারে কিছু মুসলীম সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে ছিলেন, তৎকালের অবস্থা সমন্ধে উহা অবতীর্ণ হইয়াছিল। কাজেই উহা খুবই সত্য যে নাবী করীমের পরম ভক্ত বন্ধুবর্গের জন্য উহা নাজেল হয় নাই,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাঁহারা তো যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিতই ছিলেন এবং নবীপাকের আহত দেহকে রক্ষা করার কার্যে লিপ্ত ছিলেন। যাঁহারা সাধারণ ও পলায়নপর ছিলেন তাদের জন্যই উহা নাজেল হইয়াছিল। তাঁহাদের ধারনার অনুকুলে আল্লাহ জাতপাকের ঐ রূপ ভাষার প্রয়োগ।

তাহা না হইলে বিশ্ব মুসলীম জনগন যাঁহাকে হায়াতুন নাবী বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন, হযরত আবু বাকার কি তাহতে স্বীকৃতি দেন নাই ? অথচ তিনি সিদ্দিকে আকবর।

মুসলীম জগতের প্রথম খলিফা, আমিরুল মুমেনীন। আল্লামা ইমাম মহম্মদ বিন আব্দুল বাকী জুরকানী মালেকী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বর্ণনা করেছেন–ফাতাওয়ায়ে রামলিয়ার মধ্যে বর্ণিত আছে যে নবীগণ, শহীদগণ এবং উলামাগণের পরিক্ষা করা হবে না। নবীগণ, শহীদগণ নিজ নিজ কবরে খাবার খান, পান করেন, নামাজ পড়েন এবং রোজা রাখেন।

(জুরকানী আলাল মাওয়াহিব ৫ম খন্ড ৩৩৪ পৃষ্ঠা)

আল্লামা আলী ক্বারী আলায়হির রহমা বলেন–নিঃসন্দেহে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জীবিত আছেন যেমন সমস্ত নবীগন নিজ নিজ কবরে নিজ রবের নিকট জিন্দা।

(শারাহ শাফা শরীফ ২য় খন্ড ১৪২ পৃষ্ঠা)

হযরত শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দীস দেহলবী বলেন–নিঃসন্দেহে নবীগণ মরেন না এবং নিঃসন্দেহে তাঁরা নিজ কবরে জিন্দা আছেন, নামাজ পড়ছেন এবং হজ আদায় করছেন।

(ফয়জুল হারামাইন পৃষ্ঠা ২৮)

ইমাম কাসতালানী এবং আল্লামা জুরকানী বর্ণনা করেছেন নিঃসন্দেহে নবীগণের জীবন প্রমানিত হাকিকী অবস্তায় স্থায়িত্ব। আর আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁদের অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদাশীল। সুতরাং সর্বসম্মত ক্রমে তাঁর জীবিত জীবন অন্যান্য নবীগণের অপেক্ষা পরিপূর্ণ।

ইমাম জালালুদ্দিন সিউতী আলায়হির রহমা দলিল সহকারে বর্ণনা করেছেন–নবীকারীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম তাঁর শরীর ও রুহ সহকারে জীবিত এবং নিঃসন্দেহে তিনি যেখানে ইচ্ছা গমন করেন। তিনি পৃথিবী এবং আলমে মালকুতে ইচ্ছানুসারে পরিভ্রমন করেন। তিনি ঐ অবস্তাতেই আছেন যেমন ওফাতের পূর্বে ছিলেন। তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয় নাই। আমাদের এই চক্ষুর দৃষ্টি হতে পর্দা করা হয়েছে যেমন ফেরেশতাগন নিজ শরীর সহকারে জীবিত আছেন কিন্তু আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। যখন আল্লাহ তায়ালা কারো উপর দয়া করেন তখন তার উপর হতে পর্দা উঠিয়ে নেন তখন তিনি তা দর্শন করেন।

(আলহাবী লিল ফাতাওয়া পৃষ্ঠা ২)

শায়েখ মুহাদ্দীস আব্দুল হক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন–ইহাতে সকলেই একমত যে নবীগণ জীবিত। ইহাতে কেহই মতবিরোধ করেন নাই। এ জীবন দুনিয়াবী শরীর এবং হাকিকী অবস্থায় কেবল রুহানী মানবী জীবন নয়।

(মাকাতিবে শায়েখ বর হাশিয়া আখবারুল আখবার)

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আহলে সুন্নাত ও জামায়াত "কুল্লু নাফসিন জায়েকাতুল মাউত", "ইন্নাকা মাইয়েতুন", এবং "ইন্নাহুম মাইয়েতুনা" আয়াতের উপর ঈমান রাখি। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর মাউতের স্বাদ গ্রহণ করার স্বীকার করার পর ও হায়াত বা জীবিত থাকার উপর বিশ্বাস রাখি। কেবল তাহাই নয় বরং দলিল সহকারে বিশ্বাস করি যে তিনি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেও অনন্ত স্থায়ীত্ব জীবন লাভ করেছেন। তাঁর হায়াত এর অর্থ সিফাতুন মুসহ্হেহাতুন লিল ইলমে ওয়াল কুদরাতে ওয়াল ইরাদাতে (শারাহ আকায়েদ। অর্থাৎ এই রকম গুন বা জ্ঞান, ক্ষমতা, শ্রবণ, দর্শন, ইরাদা বা ইচ্ছা গুন সম্পন্ন। তাঁর এই হায়াত এক মুহুর্তের জন্যও ধ্বংশ প্রাপ্ত হয় নাই। আর ইহাই হওয়া উচিৎ।কেননা তিনি সমগ্র সৃষ্টির আসল, জড়। যদি তিনি মুর্দা হয়ে যান তবে জগৎ কিভাবে জিন্দা সজীব থাকবে। যে জড় মরে শুকিয়ে যাবে আর গাছ তরুতাজা সজিব থাকবে ? ইহা কখনই সম্ভব নয়। এই রকমই ইহা অসম্ভব যে সৃষ্টি জগতের জান খতম হয়ে যাবে আর জগৎ জিন্দা থাকবে। নবীপকের নূরে জগৎ সৃষ্টি আর নবীপাকের রহমতে জগৎ স্বচল সুতরাং তাঁর মৃত্যু হয়ে খতম হওয়া ও সৃষ্টির জন্য অসম্ভব। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জিন্দা তাঁর রহমতে জগৎ সজীব ও সচল।

আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আলায়হির রহমা বলেন–

"ওহ জো না থে তো কুছ না তা
ওহ যো না হুঁ তো কুছনা হো
জান হ্যায় ওহ্ জাঁহা কি
জান হ্যায় তো জাঁহা হ্যায়"।

ইহা ছাড়াও দেওবন্দের বড় বড় উলামাগণের ও আকিদা ইহা যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিজ কবর শরীফে জীবিত এবং সৃষ্টি জগতে যেখানে ইচ্ছা আল্লাহ তায়ালার হুকুমে ভ্রমণ করে থাকেন। (আলমুহান্নাদ পৃষ্ঠা ২৮)

সংগৃহিত–হায়াতুন্নাবী, কানজুল ঈমান, মাহনামা আগষ্ট ২০০৫, সে মাহী আমজাদীয়া জুলাই আগষ্ট, ২০০৪) প্রভৃতি।

----------) ক্রমশ আগামী সংখ্যায়(----------

সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে আপনার সংগ্রহে রাখার মত বই–

–ঃ ইমাম আযম ঃ–

লেখক–মুফতী মোঃ জোবাইর হোসাইন মুজাদ্দেদী

মূল্য–৩০ টাকা

pdf By Syed Mostafa Sakib

স্বাধীনতা সংগ্রামী মাওলানা ময়ীনুদ্দিন আজমিরী

মুফতী মোঃ জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

মাওলানা ময়ীনুদ্দিন সাহেবের পিতা মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব বালিয়ার এক রাজপুত ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি সৌভাগ্যবান হলেন যে ইসলামের মধ্যে তিনি দিক্ষিত হলেন। তাঁর মাতা বিহারের দানাপুরের একজন অমুসলিম মহিলা ছিলেন। তিনিও তাঁর স্বামীর সাথেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

এই জন্য তাঁদের বংশাবলী তাঁদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করল। এমনকি তাদের নিজস্ব জায়গা্ জমি হতেও তাদের বিতাড়িত করে দিল। কিন্তু ইসলামের মহব্বত তাদের এত গভীরে স্থান লাভ করেছিল যে তাঁরা সকল প্রকারের অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে ইসলামের উপর স্থির ভাবে দন্ডায়মান ছিলেন।

তাঁদের পিতা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর নিজ নাম পরিবর্তন করে রাখেন আব্দুর রহমান এবং সকল পরিস্থিতি সাহসিকতার সাথে মোকাবিলা করতে থাকেন। সেই সাথে আন্ত রিকতার সহিত অত্যান্ত নিষ্ঠা সহকারে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন এবং মাওলানা আব্দুর রহমান নামে পরিচিতি লাভ করেন।

মাওলানা আব্দুর রহমান রাজপুত ঘরের আরাম আয়েস ত্যাগ করে অতি সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করতে থাকেন। কিছু দিন পরে কাউন্সিলের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে মানুষের খেদমত করতে লাগলেন। তখন তাঁর মাসিক বেতন ৫০০ টাকা হয়েছিল। তাতে তিনি সচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। এই সময় ২৫শে সফর ১২৯৯ হিজরী মোতবেক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাওলানা ময়ীনুদ্দিনের জন্ম হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা নিজ পিতার নিকট গ্রহণ করেন। তারপর উচ্চমানের দ্বীনের আলিম ও বিখ্যাত শিক্ষক হযরত সাইয়েদ বরকত আহমদ সাহেব বিহারীর নিকট হতে প্রচলিত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জন সম্পুর্ন করেন। সেই সাথে তিনি দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রের উপর পারদর্শিতা ও বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি একজন চিন্তাশীল রাজনিতীবিদ হিসাবেও চিহ্নিত হন।

জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ প্রথমে সমস্ত মতবাদের উলামাদের সমন্বয়ে গঠিত ছিল। এই সংগঠন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিল। আল্লামা সৈয়দ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী ও মাওলানা ময়ীনুদ্দিন আজমিরী এবং আরও অনেকে এই সংগঠনের কার্যকারী কমিটির সদস্য ছিলেন। জমিয়তে উলামা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম অবস্থায় দুই দলের উলামাগণ সমান ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের বিষয়ে মজহাবী ধর্মীয় ফাতাওয়া প্রদানের অপরাধে দুই বৎসর বন্দি অবস্থায় কষ্ট সহ্য করেন।

মাওলানা ময়ীনুদ্দিন আজমিরীর তলওয়ার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বদা খাপের বাইরে থাকত। যেখানেই ইংরেজদের সাথে মোকাবিলা হত সেখানেই বীরবিক্রমে উপস্থিত হয়ে সৈরাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এ সমস্ত গুনাবলী ছাড়াও তাঁর এক বিশেষ গুন ছিল যে তিনি একজন বিখ্যাত সুবক্তা ছিলেন। তাঁর আকর্ষনীয় বিপ্লবী বক্তব্যে মানুষের রক্ত গরম হয়ে যেত। দিল্লির জুময়া মাসজিদে দীর্ঘ দিন জুময়ার নামাজের পর বর্তমান পরিস্থিতি সমন্ধে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতেন। সেখানে অধিক সংখ্যক লোক উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর নিকট হতে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করতেন। তাঁর বক্তৃতা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদেরকে প্রভাবিত করত। ইহার কারণে তিনি ইংরেদের নিকট রাজনৈতিক লিডার হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

তাঁর সংগ্রাম ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন সম্পর্কে আল্লামা সাইয়েদ মহম্মদ হাসমী মিয়া লিখেছেন–মাওলানা মায়ীনুদ্দিন আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ইংরেজদের বিরুদ্ধে এবং তাদের অত্যাচার হতে মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভের জন্য মারহুম আল্লামা ফাজলে হকের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ সাহায্য কারী ছিলেন। তিনি যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জেহাদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন তা তাঁর মূল্যবান পুস্তক "হাঙ্গামায়ে আজমীর" হতে প্রমানিত। এই বইটি ইংরেজরা বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল।

মোটকথা স্বাধীনতার দীর্ঘ লড়াইয়ে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়ে থাকার কথা কিন্তু দুঃখের বিষয় মাতৃভূমির প্রতি এমন নিবেদিত প্রাণ, স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের নাম ইতিহাসের পাতা খুজলে তার চিহ্ন পাওয়া যায় না। এই স্বাধীনতা সংগ্রামী দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১০ই মহরম ১৩৫৯ হিজরী মোতাবেক ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। (সংগ্রহিত–জঙ্গে আজাদী আউর অতনকে জানবাজ)

শায়েখ আহমদ সারহান্দী এবং ইমাম আহমদ রেজা

ডঃ সাইয়েদ মহম্মদ আমীন বরকাতী মারাহরবী
(উসতাদ, আলীগড় মুসলীম ইউনিভারসিটি এবং মাসনাদ নাশীন খানকায়ে ক্বাদরীয়া বরকাতীয়া মাহে হেরা শরীফ)

আমরা ক্বদেরী চিস্তী, নকশেবন্দী এবং সাহরওয়ারদী পরে প্রথমে আমরা সব সুন্নী এবং এই সম্পর্কে আমরা সকলেই এক। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হির জাত নকসেবন্দীদের জন্য এবং চিস্তী ক্বাদেরীদের জন্যও সম্মানের পাত্র। হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী নকশেবন্দী প্রথমে ক্বাদেরী ও চিস্ত ী ছিলেন। তিনিই সর্ব প্রথম নিজ পিতার নিকট এই সিলসিলাতেই বায়েত গ্রহণ করেন। তারপর খাজা বাকী বিল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট নকশেবন্দীয়া সিলসিলাতে বায়েত গ্রহণ করেন। হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী শায়খ আহমদ সারহান্দীর নিকট খোদা প্রদত্ত যে শক্তি ছিল তা তিনি জাহাঙ্গীর বাদশাহর প্রতি অংলি করলেন তো তার পরিবর্তন চলে আসল। আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলবী রহমাতুল্লাহি আল.য়হি চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ এবং মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সারহান্দীর মধ্যে এমনই সম্মানের অংশীদারিত্ব ছিল যে দুজনেই সরকারে দো আলম সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামের মর্যদার হেফাজতের জন্য সমস্ত শক্তি সহকারে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে শক্ত ভাবে মোকাবিলা করেছেন।

(ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী আলামি কনফারেন্স দেহলী, ৩১শে মার্চ ২০০৬ সাদারাতী খেতাব)
সংগৃহিত–মাহানামায়ে আলা হযরত অক্টোবর, ডিসেম্বর ২০০৭) (অনুবাদ–সুন্নী জগৎ পত্রিকা দপ্তর)

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিয়াম সম্পর্কে দেওবন্দীদের কিছু প্রশ্নের উত্তর

মুফতী জোবায়ের হোসাইন মুজাদ্দেদী

প্রশ্ন-(১) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রথমে সালাম পরে কালাম বা কথা, কিন্তু ক্বিয়ামকারীগণ প্রথমে কালাম ইয়া নবী পরে সালাম পড়ে ইহা হাদীস বিরোধী না-জায়েজ।

উত্তর ঃ-উক্ত হাদীসটি মেশকাত শরীফ বাবুস সালাম ৩৯৯ পৃষ্ঠায় হযরত জাবের রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে- সালাম কালামের প্রথমে। উক্ত হাদীস সালামের অধ্যায়ের মধ্যে যা মুসলমানদের সাক্ষাতের সময় একজন অপর জনকে সালাম দিয়ে থাকে, বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরাতুল মানাজীহ" ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে যে সালাম তিন প্রকার-১) সালামে ইজন অর্থাৎ বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির জন্য সালাম ২) সালামে তাহিয়া অর্থাৎ বাড়ীতে প্রবেশ করে কথা বলার পূর্বে করা হয়। ৩) সালামে ওরা ইহা বাড়ী হতে বিদায়ের সময় করা হয়। উক্ত হাদীস হতে প্রমানিত, সালামে তাহিয়া উদ্দেশ্য আর এই সালাম কথা বলার পূর্বে হওয়া উচিৎ। এই হাদীসের সালাম বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বে সালাম, ইহার সাথে নবীপাককে সালাম দেওয়ার কোন সম্পর্ক নাই। অথচ দেওবন্দীগণ সুন্নী ক্বেয়ামপন্থি মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছে। ইহার প্রয়োগই তারা অবগত নয়। এই হাদীসে এক মুসলমান অন্য মুসলমানদের সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর নবীপাক্‌কে সালাম দেওয়া তাজীমী সালাম। ইহা যে কোন পবিত্র অবস্তায় মহব্বতে সালাম দেওয়া হয়। নামাজে, নামাজের বাইরে, মিলাদে ইহার সঙ্গে সাক্ষাতের সময়ের সালামের কোন সামঞ্জস্য নাই।

পবিত্র কোরআন পাকে সূরা আহযাবে "সাল্লেমুতাস্ লিমা" অর্থাৎ হুকুম হয়েছে আদব সহকারে সালাম পড়ো। আমরা নামাজে নবীপাকের উপর সালাম পড়ি আরবীতে "আসসালামু আলায়কা আইউহান্নাবী" তার অনুবাদ বাংলায় হে নবী আপনার প্রতি সালাম বর্ষিত হউক। ইহা উর্দূ ছন্দে পড়া হয় ইয়া নবী সালাম আলায়কা।

সূরা সোয়াফ্‌ফত ২৩ পারা ১৮১ আয়াত-"ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন" অর্থাৎ এবং শান্তি বর্ষিত হউক পয়গমবর গণের প্রতি। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে নুরুল ইরফান এ বর্ণিত হয়েছে যে হুজুরের প্রতি সালাম প্রেরণ করা ইয়া নবী সালাম আলায়কা অথবা আসসালামু আলায়কা আইউহান্নাবী বলা জায়েজ।

প্রশ্ন ঃ-(২) "কুমু ইলা সাইয়েদেকুম" হাদীস হতে তাজীমী ক্বেয়াম প্রমানিত নয়। ইহা হযরত সায়াদ অসুস্থ ছিলেন তাঁর সাহার্য্যের জন্য নবীপাক দাঁড়াতে বলেছিলেন।

উত্তর ঃ-উক্ত হাদীসটি মেশকাত শরীফ বাবুল ক্বেয়াম ৪০৩ পৃষ্ঠা বোখারী শরীফ ২য় খন্ড ৯২৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম বললেন আনসারদের জন্য যে তোমাদের সর্দারের জন্য দাঁড়িয়ে যাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মেশকাত শরীফ উক্ত পৃষ্ঠার ৪নং হাসিয়াতে বলা হয়েছে যে উক্ত ক্বিয়াম সম্মানের জন্য ছিল।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মিরাতুল মানাজীহ ৬ষ্ঠ খন্ড ৩৭০ পৃষ্ঠায় আলোচিত হয়েছে যে এখানে নবীপাকের হুকুম ছিল হযরত সায়াদের সম্মানের জন্য। আর ত'জীমী ক্বিয়াম সুন্নাতে সাহাবী হতে প্রমানিত। নবীপাকের কাওলী সুন্নাত হতেও প্রমানিত। কেননা তিনি বলেছেন ইলা সাইয়েদেকুম। দেওবন্দী ওহাবীদের প্রশ্ন যে হযরত সায়াদ এর অসুস্থ থাকার জন্য নবী হুকুম করেছিলেন আনসারগণকে দাঁড়ানোর ইহা সঠিক নয়। কেননা অসুস্থতার কারণে হলে একজন অথবা দুইজনকে বলতেন এবং সাইয়েদেকুম এর স্থলে মারিদ্বেকুম বলতেন। সমস্ত আনসারদের দাঁড়ানো হুকুম দিতেন না। জমহুর উলামাগণ বলেছেন যে এই হাদীসের ভিত্তীতে বোর্জগণের জন্য তাজীমী ক্বিয়াম মোস্তাহাব।

প্রশ্ন ঃ-(৩) লা তুকুম কামা ইয়াকুমুল আয়াজিমো অর্থাৎ আল্লাহর নবী সম্মানের জন্য দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন।

উত্তর ঃ-উক্ত হাদীসটি আবি উমামা হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম লাঠির উপর ভর করে উপস্থিত হলেন। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। তখন তিনি বললেন যে এই ভাবে দাঁড়াবে না যেমন আজমী লোকেরা দাঁড়ায়। তারা একে অপরের সম্মান করে।

উক্ত হাদীসটি তাজিমী ক্বিয়ামের বিরুদ্ধে দলিল হিসাবে পেশ করা হচ্ছে মুর্খামী। উক্ত হাদীসে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আজমীদের মত দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। দাঁড়াও কিন্তু আজমীদের মত করে নয়। যেমন বলা হয় যে মাসজিদে কুকুরের মত করে বসিওনা ইহার অর্থ এই নয় যে মাসজিদে বসিও না বরং বস কিন্তু কুকুরের মত করে নয়।

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় "মিরাতুল মানাজীহ" ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে তোমাদের দাঁড়ানো তো সঠিক কিন্তু আজমীদের মত খাড়া হইও না।

মিরকাতে বলা হয়েছে এখানে ওকুফ অর্থাৎ কারো সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা।

আমরা আজমীদের মত দাঁড়িয়ে থাকিনা বরং নবীপাকের সম্মানে দাঁড়িয়ে সলাম পাঠ করি। ইহাতে সালাম পড়াও হয় আর নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর সম্মানও করা হয়।

প্রশ্ন ঃ-(৪) নবীর সম্মানে সাহাবাগণ কি দাঁড়াতেন ? ইহা কি হাদীস পাক হতে প্রমানিত ?

উত্তর ঃ-মেশকাত শরীফ ৪০৩ পৃষ্ঠা হযরত আবু হোরায়রাহ হতে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম আমাদের সঙ্গে মাসজিদে বসে আলোচনা করতেন তারপর যখন তিনি দাঁড়াতেন আমরাও দাঁড়িয়ে যেতাম যতক্ষন না আমরা দেখতাম যে তিনি তাঁর কোন পবিত্রা স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করেছেন।

উক্ত হাদীস হতে প্রমানিত যে সাহাবাগণ নবীপাকের সম্মানে দাঁড়াতেন এবং নবীপাক দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতেন। তা ছাড়াও মা ফাতেমুতুজ্জোহুরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা নবীপাকের সম্মানে তাঁর আগমনে দাঁড়াতেন। (মেশকাত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠা) হাদীসদ্বয় হতে প্রমানিত হয় নবীপাকের সম্মানে দাঁড়ানো অর্থাৎ ক্বিয়াম করা সাহাবাগণেরও সুন্নাত এবং মা ফাতেমার সুন্নাত।

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রশ্ন (৫) সাহাবাগণ নবীকে দেখে দাঁড়াতেন আমরা কি নবীকে দেখতে পায় যে দাঁড়াব ?
উত্তর ঃ–পবিত্র কোরআন এর সূরা ফাতাহ ২৬ পারা আয়াত (৯) "ওয়া তুয়াজ্জেরুহু ওয়া তুয়াক্কেরুহু" অর্থাৎ এবং রাসুলের মহাত্তো বর্ণনা করো এবং তাঁর সম্মান প্রদর্শন করো।

পবিত্র কোরআনে হুকুম হয়েছে নবীপাকের সম্মান প্রদর্শন করো। দেখা না দেখার কোন কথা উল্লেখ নাই। সম্মান করার জন্য দেখা কোন শর্ত নয়। না দেখেও সম্মান করা জায়েজ। নাদেখে খোদাকে বিশ্বাস করি ও সম্মান করি। এ রকম কাবা শরীফকে সম্মান করি। এখান হতে দেখা যায় না অথচ তার দিকে মুখ বা পিঠ করে পেচ্ছাব, পায়খানা করি না সেই দিকে পাও করি না। আর নবীপাকের সম্মান করা তো ফরজে আইন।

প্রশ্ন ঃ–(৬) দাঁড়িয়ে হাত বেঁধে সালাম পড়তে হবে এই কথা কোন কেতাবে লেখা আছে ?
উত্তর ঃ– ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১ম খন্ড ২৬৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "ইয়া কেফু কামা ইয়াকেফু ফিস্ স্বালাতে" অর্থাৎ এভাবে দাঁড়িয়ে সালাম পড়ো যেমন নামাজে দাঁড়াও। হাত বেঁধে, নত মস্ত কে, আদব সহকারে।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দীস দেহলবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি ও এভাবে সালাম পড়ার কথা অর্থাৎ নামাজ পড়ার সময় যে ভাবে দাঁড়াও ঐ ভাবে দাঁড়িয়ে সালাম পড়ো বলেছেন।

নবীপাকের রওজা পাকে গিয়ে এই ভাবেই দাঁড়িয়ে সালাম পড়া হয়।

আজকাল কিছু দেওবন্দী, ওহাবী হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে। হাদীস কোরআনের মনগড়া ব্যাখ্যাকারী হাদীস অনুসারে জাহান্নামী। যে নবীপাকের প্রতি স্বয়ং খোদা ফেরেস্তা সহকারে দরুদ পড়েন। যে নবীর রওজাতে সকাল থেকে সন্ধ্যা সন্ধ্যা হতে সকাল ফেরেস্তাগণ দাঁড়িয়ে সালাম পড়তে থাকেন আর সেই নবীর প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম পড়ার জন্য দলিল চাওয়া হচ্ছে ? ইহাতে দলিলের প্রয়োজন নাই। যা শরীয়তে না জায়েজ নয় তাহাই জায়েজ। আমাদের নিকট দলিল চাওয়া হচ্ছে ইহা বড়ই মুর্খামী। যারা না-জায়েজ ও নিষেধ বলবে তাদেরকেই দলিল দিতে হবে। খোদা ও রাসুল কোথায় ইহাকে না-জায়েজ বলেছেন ? যদি প্রমান না দাও আর ইনশায়াল্লাহ কখনই ইহার প্রমান দিতে পারবে না। সুতরাং স্বীকার করো যে পবিত্র শরীয়তের কলঙ্ক করেছো।

কোরআন হাদীস, ইজমা কেয়াস দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত কেউ প্রমান করতে পারবে না যে নবীপাকের প্রতি দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করা না-জায়েজ।

বর্তমানে দেওবন্দী তাবলিগী, ওহাবীগণ তাদের প্রত্যেক সভাতে মিলাদ, ক্বিয়াম,ওরস, ফাতেহা, মাজার নিয়ে অত্যান্ত হৈ চৈ করছে। একমাত্র তাদের কুফরী আকিদাবলীকে ঢেকে সুন্নী সমাজে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রচার করছে। সুন্নী মুসলমানদের তাদের বিভ্রান্তিমূলক মনগড়া মত ও পথ হতে বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

ইয়া নবী সালাম আলায়কা, ইয়া রাসুল সালাম আলায়কা
ইয়া হাবিব সালাম আলায়কা, স্বালাতুল্লাহি আলায়কা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জানা অজানা

মুফতী ইসমাইল

প্রশ্ন–১। আল্লাহ তায়ালা সর্ব প্রথম কোন প্রাণী সৃষ্টি করেন ?

উত্তর ঃ–সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা ইয়াহমুত বা লুতিয়া নামক মাছ তৈরী করেন।

প্রশ্ন–২। কার পিঠের উপর পৃথিবী অবস্থিত এবং তার নাম কি ?

উত্তর ঃ–পৃথিবী একটি মাছের পিঠের উপর অবস্থিত, তার নাম ইয়াহমুত বা লুতিয়া। কেউ বলেছেন নুন।

প্রশ্ন–৩। হযরত আদম আলায়হিস সালাম যখন পৃথিবীতে আসেন তখন কোন প্রাণী পৃথিবীতে ছিল ?

উত্তর ঃ–সেই সময় পৃথিবীতে দুই প্রকার প্রানী ছিল। জমিনে টিড্ডি (এক প্রকার ফড়িং যা ফসল নষ্ট করে। এবং পানিতে ছিল মাছ।

প্রশ্ন–৪। ঐ পোকার নাম কি যা আগুনে জমে ?

উত্তর ঃ–সমনদার নামে এক প্রকার পোকা বা কীট আগুনে জন্মগ্রহণ করে এবং আগুনেই থাকে আগুন হতে বের হলেই মারা যায়।

প্রশ্ন–৫। কোন কোন প্রাণীকে মারতে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন ?

উত্তর ঃ–পাঁচটি প্রানীকে মারতে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন (ক) পিঁপড়া, (খ) মৌমাছি, (গ) হুদহুদ (ঘ) সুরাদ(একপ্রকার পাখি) (ঙ) ব্যাঙ্গ।

প্রশ্ন–৬। কোন প্রাণীকে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মারতে বলেছেন ?

উত্তর ঃ–পাঁচ প্রকার প্রাণীকে হুজুরে আকরাম মারতে বলেছেন, যথা কাক, চিল, বিচ্ছু, ইদুর, কালো কুকুর।

প্রশ্ন–৭। কোন প্রাণী যে এক বৎসর পুরুষ থাকে আবার পরের বৎসর নারী ?

উত্তর ঃ–খড়গোস।

প্রশ্ন–৮। কোন পাখি বাচ্চা জন্ম দেয় এবং কোন পাখি হাঁসে ?

উত্তর ঃ–বাদুড়।

প্রশ্ন–৯। মাছির বয়স কত দিন ?

উত্তর ঃ–মাছির বয়স মাত্র ৪০ দিন।

প্রশ্ন–১০। কোন কোন জীব জান্নাতে যাবে ?

উত্তর ঃ–১১ প্রকারের জীব জান্নাতে যাবে। ১। আসহাবে কাহাফের কুকুর ২। হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালামের ভেঁড়া ৩। হযরত সালেহ আলায়হিস সালামের উটনী ৪। হযরত উজায়ের আলায়হিস সালামের গাধা ৫। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলয়হি ওয়া সাল্লামের বোরাক ৬। হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের পিপিলিকা ৭। হুজুর পাকের আদ্ববায়া নামক উটনি ৮। বানী ইসরাইলদের গাভী ৯। হযরত ইউনুস আলায়হিস সালামের মাছ ১০। বিলকিসের হুদহুদ পাখি ১১। হযরত ইয়াকুব আলায়হিস সালামের নেকড়ে বাঘ।

ইহা ছাড়া সাহেবে রুহুল মায়ানী বলেছেন সকল উত্তম জীব জান্নাতে যাবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

দোওয়া

মহঃ শাহজামাল ক্বাদেরী রেজবী

নবী মোস্তাফা জানে রাহমাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন–"আদ-দুআউ মুখমুল ইবাদাত" অর্থাৎ দোওয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ স্বরূপ এবং অন্য এক স্থানে ঘোষনা করেন যে আদ্-দুআউ হুয়াল ইবাদাত" দোওয়ই ইবাদাত।

দোওয়ার আভিধানিক অর্থ ডাকা বা প্রার্থনা করা। পারিভাষিক দিক দিয়ে চাওয়া বা সওয়াল করা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি এমন চাওয়া যার মধ্যে বান্দা নিজের রবের সঙ্গে সরাসরী কথাবার্ত্তা করাকে বলা হয়। এই চাওয়ার উপর ভিত্তি করে চিন্তা করে দেখলে বোঝা যায় যে–দোওয়া বান্দাকে তার প্রতিপালকের সঙ্গে সরাসরী সম্পর্ক, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের উপর অটল বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ। আল্লাহর উপর ঈমান, নিজেকে তাঁর অধিনে পাওয়া এবং গোলামীর চিহ্ন প্রকাশ আর এটাই ইবাদতের রুহ্।

দোওয়া এবং ইবাদতের মধ্যে খুব নিকটতম সম্পর্ক রয়েছে। যার কারণে আল্লাহ পাক দোওয়া থেকে মুখ ফেরানো কে ইবাদতের থেকে মুখ ফেরানোর সহিত তুলনা করেছেন এবং এর শাস্তি হিসাবে দোযখের কথা গোষনা করেছেন। যেমন পবিত্র কোরআন পাকে উল্লেখ করা হয়েছে যে "উদউনি আস্তাজিব লাকুম ইন্নাল্লাযীনা ইয়াস্তাকবিরুনা আন ইবাদাতী সা-ইয়াদখুলুনা জাহান্নামা দাখিরীন" অর্থাৎ আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করব। যারা আল্লাহর ইবাদাত হতে অহংকার করে তারা শিঘ্রই অপমানিত হয়ে দোযখে প্রবেশ করবে।

প্রাচীন সহীফা সমূহ ও ধর্ম ইতিহাসের মুহাক্কিকগণ এই কথা স্বীকার করেছেন যে মানবজাতীর প্রাথমিক ধর্ম ছিল তৌহীদ এবং ইবাদাত ছিল দোওয়া ও কুরবানী সুতরাং প্রত্যেকটি ধর্ম গ্রন্থের মধ্যে দোওয়ার বাক্য সমূহ লক্ষ করা যায়।

আম্বিয়ায়ে কেরামগণের যে শিক্ষা বা আলোচনা যেটা কোরআন শরীফ থেকে পাওয়া যায়, মানবজাতীর পিতা হযরত আদম আলায়হিস সালাম থেকে নিয়ে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মাদ মোস্তফা আলায়হিস সালাতু ওয়াস সাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবী ও রাসুল আল্লাহ পাকের মহান দরবারে করজোড়ে দোওয়া করতে দেখতে পাওয়া যায়।পবিত্র কোরআন আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে বান্দা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর নিকট প্রর্থনা করতে থাকবে। তা সে বান্দা যে অবস্থায় থাকুকনা কেন। সুখে ও দঃখে, জন্মের খুশিতে ও মুমুর্ষের কষ্টে, বাড়ি হতে বাহির হলে বা প্রবেশকরলে, নিদ্রায় গেলে বা জাগ্রত হলে, পরিধান কালে বা পরিধান খোলার সময়, খাওয়ার সময় ও খাওয়ার পর, এককথায় চলতে ফিরতে উঠতে বসতে প্রতিটি মুহুর্তে বান্দা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে। এটাই আল্লাহ পাকের একান্ত ইচ্ছা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং আল্লাহ পাকের পছন্দ অনুযায়ী ও প্রিয় নবী হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের ইরশাদ মোতাবেক বান্দা যেন তার প্রতিপালক মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে সর্ব অবস্থায় গিড়গিড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বার বার দোওয়া প্রার্থনা করে। মালিকে বে-নিয়াযের পবিত্র দরবারে একবার দোওয়া চাইলে দোওয়া চাওয়ার সার্থকতা ও দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না, বরং চাওয়ার কোন সীমা না রেখে বার বার চাইতে থাকলে খোদার অনুগ্রহ লাভ করা সম্ভব।

কিছু ব্যক্তি এমন আছেন তারা মনে করেন যে আল্লাহ তায়ালার নিকট বার বার দোওয়া চাওয়া অনুচিত। অথচ এমনটা মনে করার কোন কারণ নেই। পবিত্র কোরআনে ও হাদীস শরীফ থেকে (যা প্রথম বর্ণনা করা হয়েছে) জানা যায় যে দোওয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ এবং দোওয়া করা একটি ইবাদত। সুতরাং যে আমলটি ইবাদত হিসাবে গন্য হবে তা কেবল একবার করলে ইবাদতের দায়িত্ব পুরোপুরি শেষ হয়ে যায় না বরং প্রতিনিয়ত এই আমলটি বারংবার করতে থাকলে তবে ইবাদতের পর্যায়ে পৌছাবে। অতএব সহজে বোঝা গেল দোওয়া যতই চাওয়া যায় ততই ভাল, দোওয়া নাম,াজের পূর্বে যেমন চাওয়া যেতে পারে তেমনি নামাজের পরেও চাওয়া হয়।

অনেকে মনে করেন জানাযার নামাজ অর্থ দোওয়া তাই জানাজার নামজের পরে পুনরায় দোওয়া করার কোন প্রয়োজন নাই অথচ এটা সম্পুর্ন ভুল ধারনা যা কেউ কখনও শরীয়তের দলিল দ্বারা প্রমাণ করতে পারে নি আর পারবেও না। বরং জানাজার নামাজের পরে বা সাথে সাথে দোওয়া চাওয়া জায়েজ আছে। এর বিরোধিতা করা একমাত্র অন্ধত্ব ও পথভ্রষ্ঠতা ছাড়া আর কি হতে পারে।

আদব খুব বড় বস্তু, কেননা আল্লাহ পাক আদবকে খুব পছন্দ করেন। যে যতই মহান আল্লাহ পাকের দরবারে আদবের সহিত উপস্থিত হতে পারবে আল্লাহ তায়ালা তাকে তত বেশী পছন্দ করে থাকেন। দোওয়া চাওয়ারও কিছু আদব রয়েছে যাকে আদবে দোওয়া বলা হয়। দোওয়া পূর্বে বা দোওয়ার সময় নিম্নে বর্ণিত আদব সমূহ রক্ষা করতে পারলে অতি শিঘ্র দোওয়া কবুল হয়ে থাকে।

আদবে দোওয়া ঃ-

১। দোওয়ার পূবে আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বর্ণনা করা।
২। খালেস নিয়তে দোওয়া চাওয়া।
৩। ক্বালব (অন্তর) কে খোদার দিকে রজু করে দোওয়া চাওয়া
৪। নফল নামাজ দ্বারা দোওয়াকে প্রভাবিত করা।
৫। দোওয়া চাওয়ার সময় কেবলা মুখি হওয়া।
৬। দোওয়ার পূর্বে ও শেষে দরুদ শরীফ পাঠ করা।
৭। দোওয়া খুশু খুযু (একাগ্রতা) অবস্থায় চাওয়া।
৮। দোওয়ার জন্য হাত তোলা।
৯। দোওয়া শেষ হলে মুখমন্ডলে হাত ফেরানো।
১০। অপরের জন্য দোওয়া চাওয়া।
১১। মহব্বত ও বিশ্বাস সহকারে দোওয়া চাওয়া।
১২। বদ দোয়া না করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ সময় যখন দোওয়া কবুল হয়

বারো মাসের মধ্যে এমন কিছু সময় আছে যখন আল্লাহ পাকের রহমত বান্দাকে ডাকতে থাকে। "আছে এমন কেউ ব্যক্তি সে যা প্রার্থনা করবে আমি তাহাই কবুল করব"। ঐ সময় দোওয়া চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা কবুল হয়। কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের প্রিয়জন তাঁদের জন্য কোন বিশেষ সময় নাই, সব সময় একই রকম। তাঁদের দোওয়া সব সময় কবুল হয়। এমনকি আল্লাহ পাকের প্রিয়জনের দোওয়ার বরকতে হতভাগাদের ভাগ্যও পরিবর্তন হয়ে যায়, যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে "লা ইয়া রাদ্দুল ক্বাযা ইল্লা বিদ্দুআ অর্থাৎ তক্বদীর বদলায়না কিন্তু দোওয়ার সাহায্যে।

দোওয়া কবুল হয়ে থাকে ঃ–শবে ক্বদরের রাতে, রমজান মাসের যে কোন সময়, জিল হজ্জ মাসের নয় তারিখে অর্থাৎ আরফার দিনে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাত্রে, রাতের শেষ ভাগে যেটাকে তাহাজ্জুদের ওয়াক্ত বলা হয়, শবেবরাতের রাত্রে, এবং সব থেকে দোওয়া বেশী কবুল হয়ে থাকে জুময়ার দিন যাকে"সায়াতে ইজাবাত" বলা হয়। সেটা হল ওলামায়ে কেরামগণ বলেন, ইমাম সাহেব খোতবার জন্য মিম্বরে বসার পর থেকে নিয়ে নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত। কেউ কেউ বলেন দুই খোতবার মধ্যবর্তী সময়ে।

কবিতাবলী

খেদ

মাজরুল ইসলাম

আশৈশব নিরন্ন, ত[illegible]
চোরাবালি পিছু [illegible]রে [illegible]হাঁটি–
একটি বন্ধুর স[illegible]ঙ্গ দেখা,... [illegible]গা হল।

পায়ে তাঁর নাগরা জুতো
পরনে ধোপদুরস্ত ধুতি
গায়ে ঢিলা পাঞ্জাবী।

বন্ধুটির দু'দিকে দু'টো আস্ত মুখ।

এক মুখে বন্ধুটি দিচ্ছি বলে, আমাকে
অথৈ জলে দাঁড়িয়ে রাখে,
অপর দিকে
সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠে গেল
রঙিন চশমায় দু'চোখ ঢেকে।

সুখ

মোঃ ফারুক হোসাইন

ছোট্ট দুখান মন্দ আছে
জানে সর্বজনে,
জীবনে একে জয় করিবার
প্রয়াস থাকে মনে।
ধনী তেকে গরীব সবাই–
ছুটছে এরই পিছে,
কিন্তু এটা বড়ই চতুর,
ধরা দেয়না মিছে।
"সোনার হরিণ" বললে একে
ভূল হবেনা মোটে,
জীবন অর্থেক গেছে চলে
এরই পিছে ছুটে।
সকলেরই কাম্য এটা
খুবই এর দাম
অবশেষে বলছি শোন–
"সুখ" এরই নাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতাবলী

আবেশ

মাজরুল ইসলাম

মানুষ মারতে অভয়, জীবন্ত মানুষ পোড়াতেও।
মানুষের লালটুকটুকে রক্তে দু'হাত ভিজিয়ে
মৃতদেহ টপকিয়ে টপকিয়ে
আমাত্যতন্ত্র, নিরাতঙ্ক দিতে পুড়ে খাক।

দাবানলে পুড়ছে অন্তঃপুরের মহল।

অমাত্যতন্ত্র পালনে অক্ষম
তাঁরা, নিজত্বের আসন ছেড়ে
বীরাপ্পানের সঙ্গে মিতালী করুক-ঝোপঝাড়ে।

পাত্তা

মাজরুল ইসলাম

অবজ্ঞার ছাই ছিটিয়ে
বাসায় প্রবিষ্ট-
ভিক্ষা প্রার্থী-একই মুদ্রার দুই পিঠ।
ভাঙ্গন
ক্ষেত বিহীন কৃষক
হাড়গিলে বউ
জীর্ণ ন্যাংটো সন্তান
শব-সমারোহ
বিপন্ন আকাশভেদী চিলচিৎকার
পাইনি অনিষ্ঠুরতা, কাঁটার বদলে ফুল
দ্যাখা পাই না ফ্যাসিবাদের ঘরে সিধেল চোরের পাত্তা।

খবরা খবরের অংশ–

নবী দিবস

গত ১০ই মার্চ ২০০৯ (বাংলা ২৬শে ফাল্গুন ১৪১৫) ছিল ১২ই রবিউল আওয়াল। ইহা পৃথিবীর বুকে ফাতেহা দোয়াজ দাহাম, ঈদে মিলাদুন্নাবী, বিশ্ব নবী দিবস হিসাবে পালিত হয়। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই ১২ই রবিউল আওয়াল বিশ্বের মুক্তির জন্য সর্ব স্তরের মানুষের উত্তম আদর্শ হিসাবে বিশ্বের রহমত হয়ে তিনি পৃথিবীর বুকে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বের বুকে পূর্ণাঙ্গ সর্ব শ্রেষ্ঠ মানুষ। বিশ্বে তিনি তুলনা হীন উদাহারণ হীন। বে-মেসল. খোদার বে-মেসল সৃষ্টি। মানুষ তাঁকে বুকে পেয়ে ধন্য হয়েছে, পূণ্যবান হয়েছে। তাঁকে গ্রহণে ধারনে হয় মানুষের মুক্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইরশাদ–"কুল বিফাদ্বলিল্লাহি, ওয়া বি রহমাতিহি ফাল ইয়াফরাহু" অর্থাৎ আপনি বলে দেন আল্লহর ফজল ও তাঁর রহমতে খুশি প্রকাশ করো। বিশ্ব মুসলীম জনগন এই দিবসকে খুশির দিবস হিসাবে পালন করে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে মুসলীমগণ নবীপাকের জীবনী আলোচনা সভা ও খুশি প্রকাশে জৌলুষ মিছিল বের করেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় মিলাদুন্নাবীর অনুষ্ঠান ও জৌলুষ মিছিল বের হয়। কলকাতা, হাওড়া, মালদহের কালিয়চক, বীরভুমের নলহাটী, মুরারই, মুর্শিদাবাদের সাইদাপুর, গাড়িঘাট, নশীপুর, সুলতানপুর, কুলী, ডোমকোল সহ বিভিন্ন স্থানে নবীদিবসের উৎসব জৌলুষ মিছিল সহকারে উৎযাপন করা হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাতে রাসুল

পীরে তরিকত হযরত মাওলানা শাহ মোঃ আলিমুদ্দিন আল মুজাদ্দেদী মুর্শিদাবাদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

এতিম হালে মা আমিনার কোলে
রহমত নেমে এল,
প্রসব পরে অশ্রু ঝরে
উম্মত বলে কাঁদিল।
.....রহমত নেমে এল।
হালিমা বিবি খুশি মনে,
চুমা দিলেন চাঁদ বদনে
পরে নিজের বুকে টেনে
দুগ্ধ পান করাইল।
.....রহমত নেমে এল।
পীর পয়গম্বর যত এল
এরা কি কেউ কেঁদেছিল
হিংসা ছেড়ে সত্য বলো
এঁ কেন কাঁদিল।
.....রহমত নেমে এল।
আপনপর সব মক্কা বাসী
ব্যবহারে হল খুশি,
মুখে দেখে মুচকি হাঁসি
সবার প্রাণ জুড়াইল।
.....রহমত নেমে এল।

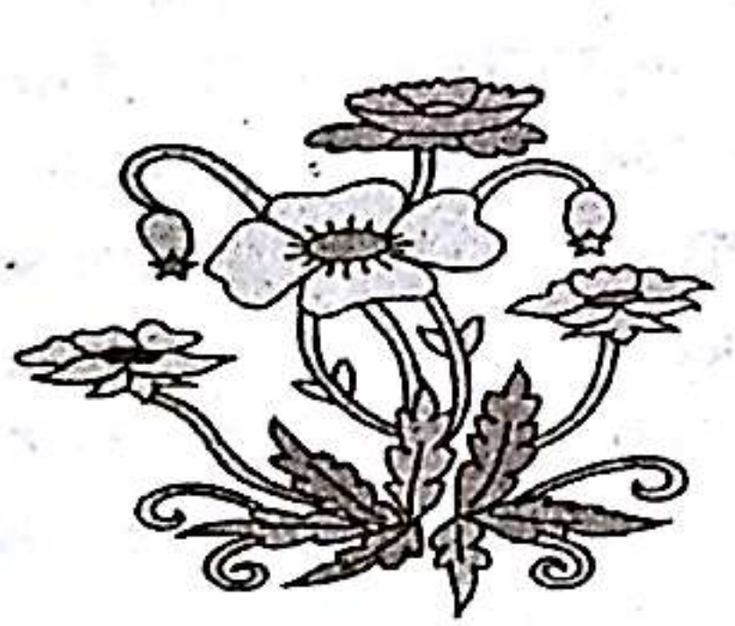

সত্যবাদী আমিন বলে
উপাধি দিল সকলে,
বু,' জেহেলের পরান জ্বলে
ভস্মীভূত হইল।
.....রহমত নেমে এল।
কপাল পোড়া মানুষ যে জন
সত কথা করেনা শ্রবণ,
যত দিন তার না হয় মরন,
নিজেকেই জানে ভালো।
.....রহমত নেমে এল।
খোদা যাহার থাকে বুকে
তাঁর পরান কাঁদে পরের দুখে,
খুশি হয় না নিজের সুখে
সেজনই মানুষ হল।
.....রহমত নেমে এল।
দুখী জনের ঘরে ঘরে
খাই নাই কে তার সন্ধান করে,
পাথর বেঁধে পেটের পরে
রাত্রি কাটাইল।
.....রহমত নেমে এল।
বল এমন কে আর হবে
আজ না চিনিলে চিনবে কবে,
যে দিন তোমার সব হারাবে
সে দিন কি হবে বলো।
.....রহমত নেমে এল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশ্ব ভাণ্ডারে মুসলীম অবদান

পীরে হযরত মাওলানা মোঃ আশরাফ আলী আল মুজাদ্দেদী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

পূর্ব সংখ্যার পরে–

জ্যোতিষ শাস্ত্রে ঃ–আবু মায়াশার বালখী (ইং ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ) একজন সুবিখ্যাত মুসলীম জ্যোর্তিবিদ। তাঁর কয়েকখানী জ্যোতিষবিদ্যার পুস্তক এর বার্থ শহরের এডেলার্ড ও সেভাইলের জন ল্যাটিনে অনুবাদ করেন। ১১০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে। জীবের তথা মানুষের জন্ম মৃত্যুর উপর গ্রহ নক্ষত্রের বিশেষ সম্পর্ক ও প্রভাব আছে এবং জীবনের সর্ব বিষয়ে গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাব প্রতাপ বিদ্যমানের সুক্ষ্ম আলোচন দ্বারা আবু মায়াশার সারা ইউরোপকে আলোড়িত করেন। চাঁদের আকর্ষনে জোয়ার ভাটা হয় ব্যাখ্যা করেন বলখী। আল বেরুনী জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর পুস্তকাদী রচনা করেছেন যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাসে ঃ–আববাসীয় আমলের পূর্বে মুসলমানরা যে সব ইতিহাসের পুস্তকাদী রচনা করেছিলেন তার সব কিছুই বিলূপ্ত শুধু আব্বাসীয় শাসন কালে লিখিত গ্রন্থ গুলির কিছু পাওয়া যায়। হিশাম বলখী কুফীর (ইং ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ) পুস্তক গুলির মধ্যে মাত্র দুই তিন খানি পাওয়া যায়। হিশাম বলখী কুফীর পরিবর্তে ঐতিহাসিক তাবারী ইত্যাদির গ্রন্থে তাঁর পুস্তকের তথ্যাদির উল্লেখ পাওয়া যায়। মোহাম্মাদ ইসহাক (ইং ৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ / ৯৯ হিজরী) যিনি ইবসে ইসহাক নামে পরিচিত ও সুখ্যাত তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের ইতিহাস লিখতে শুরু করেন। তাঁ সুখ্যাত পুস্তকের নাম সীরাতুর রাসুলুল্লাহ। পুস্তক খানীর কোন অস্তিত্ব পাওয়া না গেলেও ইবনে হিশামের কেতাবে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইবনে উকবা (মৃঃ ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) ওয়াকিদী মৃত্যু ৮২৩ খ্রীঃ এবং ওয়াকিদীর সাগরেদ ইবনে সায়াদ (মৃত্যু ৮৪৫ খ্রীঃ) আব্দুল হাকাম মিশরী (মৃঃ ৮৭০ খ্রীঃ) পারস্যের আহমাদ ইবনে ইয়াহইয়া বালাজুরী (মৃত্যু ৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ) নামে সুপরিচিত ও সুখ্যাত। ঐতিহাসিকগণ মুসলীমদের রাজ্য বিজয়ের ইতিহাস লেখেন। ইবনে সায়াদ তাঁ গ্রন্থে নবীজীর জীবনীর সাথে তাঁর সাহাবাদের জীবনী এবং তাঁদের বংশধরদের বিষয়াবলী উল্লেখ করেন। আবুল হাকাম মিসরীর বিখ্যাত গ্রন্থ ফুতুহুস মিসর ওয়া আখবারুহা। বালাজুরির সুখ্যাত গ্রন্থের নাম ফুতুহুল বুলদান এবং আনসারুল আশরাফ। বালাজুরী তাঁর গন্থে পরপর সন্নিবেশিত করেন দেশ ও শহর বিজয়ের কাহিনী। মোহাম্মাদ ইবনে মুসলীম আদদীনওয়াহী (মৃঃ ৮৮৯ খ্রীঃ) যিনি ইবনে কোতাইবা নামে সুপরিচিত। তিনি কিতাবল মায়ারিফ" নামে এক বিখ্যাত কিতাব রচনা করেন। আবু হানিফা ইবনে দাউদ দীনওয়ারী (মৃঃ ৮৯৫ খ্রীঃ) আলআখবারুল তিওয়াল (দীর্ঘ বর্ণনা) গ্রন্থ রচনা করেন। ইবনে ওয়াজিহ ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাসের পুস্তক "তারিখ" গ্রন্থে ৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা পৃথিবীর ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। হামজা ইস্পেহানী (মৃঃ ৯৬১ খ্রীঃ) ইবনে ওয়াজিহের মতাদর্শের ইতিহাস লেখেন। তারিখুস সিনী মুরুকুল আরদ ওয়াল আম্বিয়া" গ্রন্থে সমালোচনা ভিত্তিক তথ্যাদির পরিবেশন করায় উহা ইউরোপে খ্যাতি লাভ করে। আবু জাফর মোহাম্মাদ ইবনে জাবির আত তাবারী (৮৩৮–৯২৩ খ্রীঃ) যিনি তাবারী নামে সুপরিচিত। তিনি মুসলমানদের একজন শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তিনি তারিখুর রাসুল ওয়াল মুলুক রচনা করেন। তাবারী সময় ও ঘটনার ক্রম অনুযায়ী হিজরী উল্লেখ করে পৃথিবীর ঘটনাবলীকে তাঁর রচনায় সাজিয়েছেন। পৃথিবীর শুরু হতে ৩০২ হিজরী / ৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাস তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন।ঐতিহাসিক বর্ণনায় ঘটনা বর্ণনা কারীদের প্রমান দিয়ে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই কাজ করতে মিশর সিরিয়া পারস্য ইত্যাদি বহু দেশ তিনি পরিভ্রমণ করেন। লেখক জীবনে তিনি প্রতিদিন ৪০ পাতা করে লিখতেন।

আবুল হাসান মাসুদী ইতিহাস লিখনের পদ্ধতির পরিবর্তন করে শাসকদের বংশানুযায়ী ইতিহাস লিখনের প্রচলন করেন। কিংবদন্তী প্রবাদের যথাযত প্রয়োগ ও ব্যবহার করেন তাঁর ইতিহাস লিখনে।যুক্তি ও তথ্য নির্ভর ইতিহার রচনায় এশিয়া মহাদেশের প্রায় সব দেশ এবং আফ্রিকা পরিভ্রমন করেন। পরিভ্রমন শেষে ৩০ খন্ডে "মরুদুল জাহাব ওয়া মাদায়েনুল জওহার" (স্বর্ণের উপত্যকা) ও মনির খনি নামে একখানি বিশ্ব কোষ স্বরূপ বৃহৎ বিস্তৃত ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। মাসুদীর লেখনীর প্রধান বৈশিষ্ট অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা, তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে মুসলমানদের ইতিহাস ছাড়াও বিদ্বেষহীন ভাবে রোমান ও ইহুদীদের এবং ভারতীয়দের ইতিহাস পরিবেশিত হয়েছে। ইতিহাস তিনি ইতিহাস হিসাবেই রচনা করেন।

মাসুদী ইতিহাসের প্রকৃতি ও দর্শন, উদ্ভিদ, প্রাণীদের বিষয়ে তৎকালীন লেখক ও দার্শনিকদের মতামত সন্নিবেশিত করে আরও একখানি "আততানবিহ ওয়াল ইশরাফ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন। মাসুদীর মৃত্যু ৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে।

ইবনে মিশকাওয়াই (মৃঃ ১০৩০ খ্রীঃ) সারা বিশ্বের ইতিহাস রচনা করেন। তিনি ইতিহাসের তথ্যাদি ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেন।

আবু রাইহান মোহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আলবেরুনী (৯৩৭–১০৪৮ খ্রীঃ) যিনি আল বেরুনী নামে সুপরিচিত ও সুখ্যাত। আলবেরুনী ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৩ বৎসর ভারতে ছিলেন। তিনি ঐ সময় ভারতীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞান বিষয়ে প্রত্যাক্ষ জ্ঞান অর্জন করেন। সুলতান মহম্মদের ১৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু হলে আল বেরুনী বন্দীত্ব হতে তাঁর পীর (দীক্ষা গুরু) এর নির্দেশে ১০৩১ খ্রীষ্টাব্দ হতে দুই বৎসর ধরে তৎকালীন ভারতীয়দের ধর্ম, চিন্তাধারা, কাজকর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান বিজ্ঞানাদীর বহু তথ্যাদির নিখুত ভাবে বিবরণ দিয়ে "কিতাব ফিত তাহকিকে মা লিল হিন্দ" গ্রন্থ রচনা করেন। ভারতের ইতিহার রচনার ক্ষেত্রে আল বেরুনীর এই গ্রন্থটি চির স্মরণীয়। ইবনে কোতাইবা, ইবনে মিসকাওয়াই, ইবনে ওয়াজিহ, তাবারী ইত্যাদি ঐতিহাসিকদের পরে মুসলীম ঐতিহাসিকদের ইতিহাস লিখনে মৌলিকত্বের অবনতি ঘটে। সংকলন মুখী হয়।

ইবনে আসীর (১১৬০ খ্রীঃ হতে ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দ) তাবারীর সংক্ষিপ্ত সার করে নামদেন "আল কামিল ফিত তারিখ" বলা বাহুল্য ইবনে আসীর ইতিহাস লিখনের কাজ ১২৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চালিয়ে যান। এই সময় ক্রুসেড সংঘটিত হয়েছিল। তিনি ক্রুসেডের ইতিহাসের তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করেন মৌলিক ভাবে। ইবনে আসির উসদুল খাবাহ (জঙ্গলের সিংহ) গ্রন্থে হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর ৭৫০ জন সাহাবার (সঙ্গী সাথী, প্রত্যাক্ষদর্শী) জীবনী লিপিবদ্ধ করেন। –চলবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দরবেশের জ্ঞান

গল্প

বি, ইসলাম

গ্রীষ্মকাল, মে মাসের এক দুপুর। প্রচন্ড রোদ্রে চারিদিক পুড়ে যাচ্ছে। গ্রামের রাস্তায় লোক কম যাতায়াত করছে। নিজ নিজ আস্তানায় দেহ মনের আরামের জন্য মাথা গুজে বসে আছে। সূর্য্য তার দাবদাহ প্রকাশ করে চলেছে। আকাশে কোন মেঘ বা আবরণের চিহ্ন নাই।

এক দরবেশ আল্লাহ ওয়ালা এক মনে নিজ ধ্যানে পথ বেয়ে চলেছেন। প্রখর রোদ্রর দাবদাহে তার মনে কোন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে নাই। তাঁর ধ্যানেরও কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারে নাই। সূর্য্যও যেন আজ তাঁর কাছে পরাস্থ। তিনি এক মনে দরবেশী পোশাক পরিহিত অবস্থায় আল্লাহ আল্লাহ জেকের করতে করতে যেন প্রেমিকের সন্ধানে মিলনের আশায় সমস্ত দুঃখ কষ্টকে উপেক্ষা করে রাস্তা বেয়ে চলেছেন।

এক আধুনিক যুবক। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় গর্বিত হয়ে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে খোশ গল্পে মত্ত হয়ে আছে। আল্লাহর অস্তিত্ব, নবীপাকের মহত্ব, উত্তম আদর্শের চরিত্র মুক্তির নিশানা তার নিকট তাচ্ছিল্যের বস্তু। দুনিয়াকে ভোগ করো, খাও দাও ফূর্তি করো এই তার আদর্শ। মানুষ মারা যাবে কে তার হিসাব নিবে ? কে আল্লাহ ? কোথায় আল্লাহ ?

দরবেশকে দেখে ও তাঁর আল্লাহ আল্লাহ জেকের করা দেখে ও শুনে তার দেহ মন জ্বলে উঠল। সে চেঁচিয়ে বলতে থাকল–ওহে দরবেশ, এই ফকির। কিন্তু দরবেশ আল্লাহর ধ্যানে মত্ত, তার কর্ণকুহরে এই ডাক প্রবেশ না করায় যুবক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বার বার ডাকতে লাগল। তার চিৎকারে দরবেশের ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি ফিরে তার নিকটে আসলেন এবং বললেন–

বাবা, এত চেঁচাচ্ছ কেন ? কি হয়েছে ?

যুবক বলতে লাগল–খুব তো আল্লাহ আল্লাহ করছো ! আল্লাহ আছে ? দেখাও তো কেমন তোমার আল্লাহ ? যা দেখা যায় না তার কোন অস্তিত্ব আছে ? তোমরা বলযে আলল্লাহর বিনা হুকুমে গাছের একটা পাতাও পড়ে না। তাহলে আল্লাহ মানুষের কেন বিচার করবে ? তারা তো আল্লাহর হুকুমেই কর্ম করছে। বিচার হলে আল্লাহর হোক।

আর আমার তৃতীয় প্রশ্ন শয়তান তো আগুনের তৈরী আর দোযখও আগুনের তাহলে আগুনকে আগুনে ফেললে কেমন করে শাস্তি হবে ?

দরবেশ কোন কথা না বলে একটি শুকনো ঢিল তুলে যুবকের পিঠে নিক্ষেপ করলেন।

যুবক শুকনো ঢিলের আঘাতে ব্যাথায় কাতর হয়ে দেশের বিচারকের নিকট গমন করলো। সে এই বলে অভিযোগ করলো যে আমি এক দরবেশকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিন্তু সে প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে একটি মাটির শক্ত ঢিল এমন করে আমার পিঠে মেরেছে যে আমার পিঠে ভীষন যন্ত্রণা হচ্ছে। আপনি ইহার বিচার করে দিন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অভিযোগ শুনে বিচারের জন্য দরবেশকে খুঁজে বিচারকের নিকট হাজির করা হল। বিচারক দরবেশকে বললেন–হে দরবেশ, এই যুবক তোমাকে তিনটি প্রশ্ন করেছে তুমি তার উত্তর না দিয়ে কেন তাকে আঘাত করেছ, ঢিল মেরেছ ? ইহাকি দরবেশী চরিত্র ? আঘাতের ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে সে আমার নিকট আসতে বাধ্য হয়েছে। দরবেশী পোশাক পরে ভন্ডামী করে বেড়াচ্ছ। যুবককে কেন মেরেছ তার জবাব দাও ?

মানুষ যতক্ষণ কথা না বলে তার দোষ গুন ঢাকা তাকে। কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ বিরাজ করেন, নবী অবস্থান করেন, ওলি আউলিয়ার আবাস। জ্ঞান গরিমার ভান্ডার থাকে তা সর্বজনের উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই জন্য কোন মানুষকে ঘৃণা বা অবহেলা করা উচিৎ নয়। মানুষ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। মানুষকে বোঝা বড়ই কঠিন।

দরবেশ ধির স্থির ভাবে বললেন–ঐ ঢিলটাই তার সমস্ত প্রশ্নের জবাব।

বিচারক রাগন্বিত হয়ে বললেন– হেঁয়ালী ছাড়, সঠিক জবাব দাও ?

দরবেশ বললেন–সে অভিযোগ করেছে ঢিলের আঘাতে তার পিঠে ব্যাথা হয়ে গেছে যন্ত্রণা হচ্ছে। আচ্ছা ব্যাথাটা কেমন ? কত বড় ? কি রঙ, দেখতে কি রকম আমাকে দেখাও ? আমি আমার আল্লাহকে দেখাব।

কিন্তু পৃথিবীতে বহু জিনিস আছে যা চর্মচক্ষে দর্শন করা সম্ভব নয়। অথচ তার অস্তিত্ব বিরাজমান। সুখ দুঃখ ব্যাথা বেদনা, ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি যার সেই অনুভব করে চর্মচক্ষে দেখানো সম্ভব নয়। এই রকমই মানুষের আত্মা জীবের জীবন পৃথিবীর বাতাস।

তার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর যদি আল্লাহই দোষী হন তবে আমাকে বিচারের জন্য বিচারকের সম্মুখে কেন উপস্থিত করা হয়েছে ? আল্লাহর হুকুমেই যদি তোমাকে মেরে থাকি তবে আমার বিচার কেন ?

কিন্তু না আল্লাহ মানুষকে পরিক্ষার জন্য দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। ভাল মন্দ কর্ম বুঝিয়ে দিয়েছেন। ভাল কর্মের পুরস্কার এবং মন্দ কর্মের শাস্তির বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। তাকে স্বাধীন ভাবে কর্ম করার সুযোগ দিয়েছেন। সুতরাং মন্দ কর্ম করলে, আল্লাহ ও তার রাসুলের বিরুদ্ধে কথা কললে শাস্তি তাকেই নিতে হবে। কিন্তু বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা তাঁর নির্দেশেই সংঘটিত হচ্ছে। ইহার মধ্যে কোন ভূল নাই ত্রুটি নাই। কিন্ত মানুষ সতন্ত্র সৃষ্টি। তার বিচার হবে। তৃতীয় প্রশ্নের জবাব–তুমি তো মানুষ। তোমারতো সৃষ্টি মাটি হতে। আর ঢিলাটাও মাটির তবে মাটি দিয়ে মাটিতে আঘাত করলে ব্যাথা লাগবে কেন ? এই রকমই দোযখের আগুন এমন ভয়ানক যে শয়তানকে দোযখের আগুনে ফেলে দিলে সেও শাস্তি ভোগ করবে।

বিচারক, শ্রোতা, বিচার প্রার্থী যুবক সকলেই জবাব শ্রবণে হতভম্ব হয়ে গেল। সকলেই তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে নিজেদের ভুল বুঝে আল্লাহ ওয়ালা দরবেশের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। (হেকায়াতে লতিফ হতে)

pdf By Syed Mostafa Sakib

খবর খবর

আজমুশশান ওরসে রাজবী

গত ২০,২১,২২, শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ (২৩,২৪,২৫শে সফর ১৪৩০ হিজরী) খানকায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রাজাবীয়া নুরীয়া রাজানগর মহল্লা সাওদাগারাঁ, বেরেলী শরীফে ৯০তম পবিত্র ওরস শরীফ পালিত হয়। মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত সরকারে আলা হযরত আজিমুল বরকাত শায়খুল ইসলাম ও মুসলেমীন সাইয়েদোনা আলহাজ শাহ আহমদ রেজা কাদেরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ১২৭২ হিজরী ১৪ই শওয়াল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুফতী না কী আলী খাঁ আলায়হির রহমা। মাত্র চার বৎসর বয়সে তিনি কোরআন মাজিদ পড়তে শিখেছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে ঈদে মিলাদুন্নাবীর বিশাল সভাতে মিলাদ শরীফ পাঠ করেছিলেন। ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিজরী অর্থাৎ ১৯শে নভেম্বর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ আলা হযরত দাস্তারে ফজিলত লাভ করেন এই সময় তাঁর বয়স ১৩ বৎসর ১০ মাস চার দিন। এই দিনেই তিনি সর্ব প্রথমজটিল মসলার হানাফি মাজহাবের নির্ভরযোগ্য কেতাব অনুসারে ফাতাওয়া প্রদান করেন। ইহা দর্শনে তাঁর পিতা সন্তুষ্ট হয়ে সেই দিনেই মুফতীর মাসনাদ তাঁকে সমর্পণ করেন। আলা হযরতের ৭০ প্রকারেরও বেশী ইলমের উপর পান্ডিত্ব ছিল। কেউ বলেছেন ১৫০ প্রকারের জ্ঞান ছিল। আলা হযরত চতুর্দশ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ,কাদেরীয়া তরিকার স্বনাম ধন্য ওলিয়ে কামেল, আশেকে নবী, কমবেশী ১৪০০ কেতাবের লেখক, মহান চিন্তাবীদ, ইসলামিক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, শরীয়ত তরিকত ও আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের ঈমানের হেফাজত কারী। তিনি কোরআন মাজিদের নির্ভুল ও শ্রেষ্ঠ অনুবাদ "কানজুল ঈমান" মাত্র এক বৎসরেরও কম সময়ে বিশ্ববাসীকে দান করেন। সেই মহান মুজাদ্দিদের ওরস মোবারক পালিত হয়। নবীরায়ে আলা হযরত মাওলানা আলহাজ মোঃ সুবহান রাজা খাঁ সুবহানী মিয়া সৃজ্জাদানাশীন মুতাওয়াল্লী খানকায়ে আলীয়া কাদিরীয়ার নেতৃত্বে। ২৪শে সফর ২১শে ফেব্রুয়ারী শনিবার ফজরের পর কোরআনখানী, নায়াত ও মানকাবাত পাঠ করা হয় এবং ৯-৫৮ মিনিটে হুজুর রায়হানে মিল্লাত কুল শরীফ হয় এবং রাত্রি এশার পর উলামায়ে কেরামগণের মূল্যবান আলোচনা হয়। ১-৪০ মিনিটে হুজুর মুফতী আজম হিন্দ (আলায়হির রহমা) কুল শরীফ হয়। ২৫শে সফর ২২শে ফেব্রুয়ারী রবিবার ফজরের নামাজের পর কোরআন শরীফ নায়াত ও মানকাবাত, তাপরর দেশ বিদেশের উলামাগণের মূল্যবান আলোচনা হয়। সর্বশেষে নবীরায়ে আলা হযরত পীরে তরিকত হুজুর তাওসিফ রাজা খাঁ জাতীর উদ্দেশ্যে ঈমানের হিফাজতের উপর মূল্যবান আলোচনা করেন। তিনি মুসলমানদের মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

২-৩৮ মিনিটে আলা হযরতের কুল শরীফ হয়। সর্বশেষে দোওয়া ও স্বালাত ও সালাম পাঠ করে ওরস মোবারক সমাপ্ত ঘোষনা করা হয়। তিন দিন ব্যাপি সভা পরিচালনা করেন হযরত আল্লামা আলী আহমদ সিওয়ানী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই ওরস মোবারক উপলক্ষে দেশ ও বিদেশের লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দ উপস্থিত হয়ে পবিত্র মাজার মোবারক জিয়ারত করেন। তাদের নিরাপত্তা ও সুব্যস্থার জন্য সরকার এবং বেরেলীর স্থানীয় জনতা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই সহযোগিতা করেন।

বেরেলী শরীফের ওরসে রাজবীতে দুই কোটি টাকারও বেশী বেচাকেনা হয়। ৭০ লাখ টাকার আলা হযরতের কেতাব বিক্রয় হয়। ৪০ লাখ টাকার চাদর আলা হযরতের মাজারে দেওয়া হয়, ৩০ লাখ টাকার বেরেলীর সুরমা দেশ বিদেশের লোকেরা ক্রয় করেন, ২০ লক্ষ টাকার হালূয়া ও পরটা বিক্রয় হয়, ২০ লাখ টাকার পেড়া ও অন্যান্য মিষ্টান্ন দ্রব্য বিক্রয় হয়, ১০ লক্ষ টাকার গোলাপ ফুল মাজারে চড়ান হয়, ৭ লক্ষ টাকার অঙ্গুরী ও তাবীজ বিক্রয় হয়, ৩ লক্ষ টাকার টুপি ভক্তবৃন্দ ক্রয় করেন। ১৩ হাজার কুইন্টাল গোস্তের বিরানী সকলকে খাওয়ানো হয়।

আলা হযরত বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এবং বোর্জগানে দ্বীনেদের পথ ও মতকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আর এই পথে চলার উপর বিশ্বের মুসলমানদের আহ্বান করেন। ইহাই মাসলাকে আলা হযরত। বর্তমান আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াত এর পথের পাথেয়ই হচ্ছে মাসলাকে আলা হযরত।

জাশনে স্বাদ সালাহ "কানজুল ঈমান

ফি তারজামাতিল কোরআন

পৃথিবীর বুকে পবিত্র কোরআন মাজীদের বহু অনুবাদ বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সর্ব শ্রেষ্ঠ নির্ভুল অনুবাদ হিসাবে পৃথিবীর বুকে সমাদৃত হয়েছে আলা হযরত মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উর্দূ ভাষায় অনুবাদিত "কানজুল ঈমান"। ইহা ১৩৩০ হিজরীতে সর্ব প্রথম বেরেলী শরীফ হতে প্রকাশিত হয়। এ বৎসর ১৪৩০ হিজরী ১০০ বৎসর পূর্ণ হল। তরজমা করার ঘটনা ইহা যে স্বাদরুশ শারিয়াহ হযরত মাওলানা আমজাদ আলী আলায়হির রহমা কোরআন মাজিদের সহীহ তর্জমা প্রকাশ করার জন্য আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হির নিকট আবেদন করেন। আলা হযরতের ব্যস্ততার জীবনে সময়ের খুব অবাব ছিল। তিনি বললেন যে রাত্রে ঘুমানো পূর্বে এবং দিনে কায়লুলার সময় আমার নিকটে এস। স্বাদরুস শারিয়াহ সেই অনুসারে একদিন সেই সময় আলা হযরতের নিকট কাগজ ও কলম নিয়ে উপস্থিত হলেন। আলা হযরত কোন তাফসীর বা অভিধান ব্যতিত মুখে বলতে থাকতেন আর সাদরুশ শারিয়াহ লিখতে থাকতেন। এই ভাবে এক বৎসরেরও কম সময়ে তর্জমা লেখা সমাপ্ত হয়। ইহাই পৃথিবীর বুকে সর্ব শ্রেষ্ঠ সহিহ তর্জমা যা বিশ্ববাসীর নিকট স্বীকৃতি লাভ করেছে। এই সহীহ তর্জমার আবার বর্তমানে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে যথা–ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি, নিন্ধি, গুজরাঠী, তুরকী প্রভৃতি।

প্রফেসার ডক্টর মাজীদুল্লাহ কাদেরী ১৯৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর মাসউদ আহমদ এর সহযোগিতায় "কানজুল ঈমান" এর উপর গবেষনালব্ধ তথ্য লিখে পি,এইচ,ডি খেতাব লাভ করেন।

পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদের ২০০ বৎসর

কোরআন মাজীদ পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভুল মানুষের মুক্তির চিরন্তন চির সত্য গ্রন্থ। ইহার সমতুল্য কোনগ্রন্থ পৃথিবীর বুকে নাই। ১৪০০ বৎসর হতে ইহা একই ভাবে পৃথিবীর বুকে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে চলেছে। ইহাকে ধংশ করার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারো নাই। ইহা হেফাজতের দায়িত্ব স্বয়ং খোদা তায়ালা গ্রহণ করেছেন। ইহা সমস্ত জ্ঞানের মহা ভান্ডার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহা অনুবাদ পৃথিবীতে বহু ভাষায় হয়েছে। বাংলা ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রায় ২০০ টি। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয় ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা হতে। সেই মোতাবেক বাংলা অনুবাদের ইহা ২০০ বৎসর। প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার পুথি সাহিত্যিক আমিরুদ্দিন বসু নিয়া। তিনি কোরআন শরীফের এক অংশ আমপারার অনুবাদ করেন। তার পর পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন। ইহার পরে বর্তমানে বহু লেখকের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এক নজরে বিশ্ব নবীর জীবন

মোঃ আব্দুস সামাদ রেজবী

১। হযরত মোস্তাফা জানে রাহমাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের আগমন ফীল এর বৎসর ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দ ২৯শে আগষ্ট সোমবার ১২ই রবিউল আওয়াল সুবহে সাদেকের সময় হয়।

২। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মুতাল্লিব ও মাতা হযরত আমিনা বিনতে ওয়াহাব ছিলেন।

৩। নবীপাকের পিতার ইন্তেকাল হুজুরের জন্মে র পূর্বে এবং মাতার ইন্তেকাল নবীপাকের ছয় বৎসর বয়সে হয়।

৪। যখন নবীপাকের বয়স ৮ বৎসর ২ মাস তখন তাঁর দাদাজানের ইন্তেকাল হয়।

৫। যখন তাঁর বয়স ২৫ বৎসর ২ মাস ১০দিন হয় তখন খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সহিত বিবাহ হয়।

৬। হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহার পবিত্র উদর হতে ৬ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন। ক্বাসেম, ত্বাহির, ফাতিমা, যয়নব ও উম্মে কুলসুম।

৭। হযরত মারিয়া কিরতিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার উদর মোবারক হতে একটি সন্তান হযরত ইব্রাহীম জন্ম গ্রহণ করেন।

৮। হজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম এর নয় জন চাচা ছিলেন।

৯। ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪০ বৎসর বয়সে সর্ব প্রথম ওহি প্রাপ্ত হন এবং নবুয়ত প্রকাশ করেন।

১০। শেষ নবী হযরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই রবিউল আওয়াল মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

১১। ৬২২ খ্রীষ্টাব্দে মাসজিদে কোবা ও মাসজিদে নববী নির্মিত হয়।

১২। ৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে ২য় হিজরী বদর যুদ্ধ হয় এবং ৬২৫ খ্রীষ্টাব্দে ওহদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে খন্দকের যুদ্ধ হয়।

১৩। ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে হোদাবিয়ার সন্ধি, বাইয়াতে রিদওয়ানে এবং খায়বারের যুদ্ধ হয়।

১৪। ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয় এবং ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে বিদায় হজ্ব সংঘটিত হয়।

১৫। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে একাদশ হিজরী ১২ই রবিউল আওয়াল সোমবার ৬৩ বৎসর বছর বয়সে তাঁর প্রকাশ্য জীবনাবসান হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাইহে রাজিউন। সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া আলিহি ওয়া আসহাবিহী ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম।

১৬। সর্বকালের সর্বোত্তম আদর্শ নবী মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

১৭। সর্ব কালের বিশ্ব সৃষ্টির রহমত নবী মহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম।

১৮। তিনি সর্ব জাতীর সমগ্র সৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত নবী ও রাসুল। তাঁর উপর তাঁর বংশধর গণের উপর তাঁর সাহাবীগণের উপর বর্ষিত হউক কোটি কোটি দরুদ ও সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিম্ন লিখিত স্থানে পত্রিকা পাওয়া যাবে

১) দারুল উলুম আলিমিয়া–পোঃ ইকড়া, সিউড়ি, বীরভুম।
২) সুলতানপুর মালীপুর মাদ্রাসা–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।
৩) রেজবী লাইব্রেরী–ষ্টেশন রোড, ভগবানগোলা।
৪) মুফতী বুক হাউস–ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৫) রেজা লাইব্রেরী–নজরুল পল্লী, নলহাটি, বীরভুম।
৬) নুরী বুক ডিপো–গাড়িঘাট, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
৭) কালীমি বুক ডিপো–নিউ মার্কট, কালিয়াচক, মালদা।
৮) সাঈদ বুক ডিপো–নিউ মার্কেট, কালিয়াচক, মালদা।
৯) হাফিজ লাইব্রেরী–বর্ণালী বাজার (চামড়ার গুদাম) ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১০) মাদ্রাসা জামেয়া রাজ্জাকিয়া কালিমিয়া–(মোজওয়াজা আরবী ইউনিভারসিটি) সাইদাপুর,মুর্শিদাবাদ
১১) মাদ্রাসা আশরাফিয়া রেজবীয়া–নলহাটী, বীরভুম।
১২) মাদ্রাসা ফোরকানিয়া আলিমিয়া ইসলামিয়া–নশীপুর বালাগাছি, রানীতলা,
১৩) মাদ্রাসায়ে এম,আর, দারুল ইমান–নবকান্দরপুর, মুর্শিদাবাদ
১৪) মাওলানা মেহের আলী–জিবন্দরী বাজার, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১৫) ক্বারী আবুল কালাম–ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
১৬) মাওলানা আলমগীর হোসাইন–গোয়াস, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ
১৭) মাওলানা নুরুল ইসলাম– (রঘুনাথপুর মোড়) ডোমকল, মুর্শিদাবাদ
১৮) মুফতী নিয়াজ আহমদ, কুলী, মুর্শিদাবাদ
১৯) মাখদুমনগর (মনসুর আলম)–মহম্মদ বাজার, বীরভুম।

আল্লাহ পাকের দয়ায় ও নবীপাক সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়া সাল্লামের দোয়ায় এবং আপনাদের ভালবাসায় ছাপার কাজে পরিচিত প্রতিষ্ঠান–

বুলবুলা প্রেস ও রঙ্গু কম্পিউটার্স

কম্পিউটার ডিজাইন ও লেটার প্রেসে যাবতীয় ছাপার কাজ করা হয়
নশীপুর বড় মসজিদ মোড় 5 নশীপুর বালাগাছি 5 মুর্শিদাবাদ
আসুন আলাপ করি ফোনে–9733527526

pdf By Syed Mostafa Sakib

SUNNI JAGAT QUARTERLY

No: RNI/Cal/77/2004-(W.B.) 946

Vol-5, ISUE No -1 Appril - 2009

*Editor- **Md. Badrul Islam Muzaddadi***

P.o.-Nashipur Balagachi, P.s.-Ranitala, Dist.- Murshidabad

RS.- 12.00 Only

✕ সুন্নী জগৎ পত্রিকা সম্পর্কিত জ্ঞাতব্য বিষয় ✕

- ধর্মীয় সমাজ সংস্কার মূলক রুচিশীল লেখা সুন্নী জগৎ পত্রিকায় স্থান পাবে।
- লেখা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- বৎসরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।
- প্রতি সংখ্যার মূল্য ১২/- টাকা (বারো টাকা)।
- বাৎসরীক সডাক ৫০/- টাকা (পঞ্চাশ টাকা)।

টাকা পাঠানো, লেখা, বিজ্ঞাপন দেওয়া ও যোগাযোগের ঠিকানা

মোঃ বাদরুল ইসলাম মোজাদ্দেদী

সম্পাদক–সুন্নী জগৎ পত্রিকা

পোঃ–নশীপুর বালাগাছি ✿ থানা–ভগবানগোলা ✿ জেলা–মুর্শিদাবাদ

পিন নং–৭৪২১৬৯ ✿ ফোন নং–9932238033

পত্রিকা সম্পর্কিত মতামত সাদরে গ্রহণীয়

Printed, Published and Owned by Md.Badrul Islam Muzaddadi

Printed by-Bulbul Printing Press, Nashipur

Published at Nashipur Balagachi, P.s.-Bhagwangola, Dist.Murshidabad

Editor- Md.Badrul Islam Muzaddadi

pdf By Syed Mostafa Sakib